শ্রুতিমঞ্জরী
শারদীয়া ২০২৫
মুক্ত বিহঙ্গ

শ্রুতিমঞ্জরী শারদীয়া ২০২৫

মুক্ত বিহঙ্গ

ShrutiManjari

Sharodiya 2025

Muktobihango

সূচীপত্র

আমাদের কথা	মঞ্জরী রায়	১
আলো	সমতা মখার্জী	৬
অপ্রেম	অমিতাভ গিরি	৭
The Path Unknown	Anwita Vargabhi	৮
ফিরে দেখা (১)	অরিত্র কুমার ভুঁইয়া	৯
ফিরে দেখা (২)	অরিত্র কুমার ভুঁইয়া	১২
Oh Calcutta	Aritro Kumar Bhuinya	১৪
Big versus Small	Bianca Dutta	১৫
মা	দেবস্মিতা পাল	১৯
Chasing Sunsets in the Golden Peninsula	Drishik Majumdar	২০
কী লিখব!	মৌসুমী মজুমদার	২৩
ফানুস	রিঙ্কু ঘোষ	২৫
স্বাধীনতা	শুভ্রনীল সোম	২৬
Agnipariksha	S. Medha	২৭
Why the Switch	S. Medha	২৮

সূচীপত্র

26, Unyielding India	S. Medha	৩০
এবারেও মা যদি আসিস	স্বাগতা মিত্র	৩২
ইচ্ছেডানা	মধুমিতা দত্ত	৩৪
The Child in us	পাপিয়া দাস	৪০
ইচ্ছেডানা	জয়িতা দত্ত	৪১
Adventure in the wilderness of Dooars	Aradhana Ghosh	৪২
The Mutinous Soul	Dr Pinky Sarma	৪৪
My Durgapuja Memories A Nostalgia	Paushali NagChowdhury	৪৫
ছড়াছবি	ShrutiManjarians	৪৯

আমাদের কথা –

২০২৪- খাতায় কলমে পায়ে পায়ে পাঁচ। শুরু থেকে শুরু করা – কোন কাজই সহজ নয়। কিন্তু যখন অজান্তে কারো প্যাশন তার প্রফেশন হয়ে যায় , তখন কাজ আর ক্লান্তি সব মিশে গিয়ে নতুন কিছুর জন্ম দেয় । সে ভাবেই শ্রুতিমঞ্জরীর জন্ম । গত পাঁচ বছরে চরাই উতরাই একটুও কম ছিল না। দীর্ঘ ১৬ বছর পর কলকাতায় মঞ্চে ফেরাও সহজ ছিল না। অন্যান্য শহরে কবিতালাপে নিজের ছাপ রাখলেও নিজের শহরে সেই কাজ নিয়ে আসাটা ছিল চ্যালেঞ্জের। কোভিড অনেকের অনেক কিছু আটকে দিলেও আমাদের রাস্তা বন্ধ করে উঠতে পারেনি। লোকের চেষ্টা ছিল অনেক , যেমন “অনলাইনে এই সব শেখানো টেখানও যায় না”, যা ইচ্ছে করলেই হল? “ “ দেখো, কী হয়- ক’দিন টানতে পারো”!

এক ঝটকায় কোভিড এনাদের প্রত্যেককে শিখিয়ে দিয়ে গেল যগের সাথে কী ভাবে চলতে হয়। তাই এখন আর এমন কেউ নেই যিনি এটা লেখেন না যে “অনলাইন অফলাইন দুভাবেই আবৃত্তি শেখানো হয়” । হাসি পায় – ভালো ও লাগে। শ্রুতিমঞ্জরী অফিশিয়াল মানে কাগজে কলমে হওয়ার পর আমার স্কুলের এক ক্লাস সিনিয়র নবমিতা দি তার মেয়ে রাইলি কে দেয় শ্রুতিমঞ্জরীর কাছে, সেই সাথে টেক্সাস থেকে ওর পরিচিত প্রায় সকলেই শ্রুতিমঞ্জরীর ছাত্র ছাত্রী হয়ে বেশ কয়েক বছর এখানে ক্লাস করেছে, বাংলা ও শিখেছে। স্কুল শিক্ষিকা অঞ্জনা দিদিমণির মেয়ে শালমলী, মুম্বাই এর বন্ধু-দিদি বিশাখা চ্যাটার্জীর মেয়ে ঋষিতা, বন্ধু দিয়ার ছেলে আবীর এদের দিয়ে শুরু হল পথ চলা।

ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে স্টুডেন্ট সংখ্যা। অয়ার্কশপ, একের পর এক অনলাইন অনুষ্ঠান চলতে চলতে শ্রুতিমঞ্জরীর জনপ্রিয়তা এবং প্রসারতা বাড়তে থাকে। যারা এই মুহূর্তে এই লেখা পড়ছেন – আপনাদের প্রত্যেকের ভালবাসায় পৃথিবীর সব প্রান্তে পৌঁছে আমরা বাংলা ভাষা এবং আবৃত্তি চর্চা দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে নিয়ে গেছি। আজ সারা ভারত, দুবাই, লন্ডন, আমেরিকা, বাংলাদেশ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ জুড়ে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা ছুড়িয়ে – এরা প্রত্যেকে আমাদের গর্ব।

শ্রুতিমঞ্জরী অফিশিয়াল স্বীকৃতি পাওয়ার এক বছরের মধ্যেই আমরা আর একটি অনুমতি পাই – শ্রুতিমঞ্জরী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পায় – সর্ব্বহারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ থেকে। শুধু আবৃত্তি ই নয়, যোগাসন সহ অন্য যে কোন শিল্প বিষয়ে পরীক্ষা ও ডিপ্লমা সার্টিফিকেটের অনুমতি পায় এই শ্রুতিমঞ্জরী।

কোভিড কমতে থাকল আর আমাদের প্রসারতা বাড়তে থাকল। ২০২২ – অক্টোবর – শ্রুতিমঞ্জরী কলকাতায় নিয়ে এলো এক অন্য স্বাদে চমকপ্রদ অনুষ্ঠান "শ্রুতিসন্ধ্যা"। তারপরের বছরই এলো শ্রুতিমঞ্জরীর নিজস্ব আঙ্গিকে তৈরী করা কলকাতা, ভারত তথা বিশ্বের দরবারে প্রথম "কবিতাস্কেপ"। পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা এই কবিতাস্কেপের ওপর কাজ করেছেন – তাতে আমরা গর্বিত এবং আপ্লুত।

২০২৩ – শ্রুতিমঞ্জরীর ৬ জন প্রতিযোগী নাম দিল পরিষদের অনলাইন আবৃত্তি প্রতিযোগীতায়। ৬ জন ই পেল স্থান,সাথে মেডেল ও সার্টিফিকেট। এক ই বছরে ৪ জনকে পাঠানো হল আকাশবাণী অডিশনে, এই ৪ জনেই বর্তমানে আকাশবাণীর শিশু শিল্পী হিসাবে গণ্য।

২০২৩ এ শ্রুতিমঞ্জরী পুরস্কৃত হল
বিভিন্ন মঞ্চে ডাক পরা শুরু – তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহাজাতি সদনে পরিষদের সমাবর্তন উৎসবে আমাদের পরিবেশনা। ছোটরা কইয়েকজন পরিবেশিত করল কবিতা কোলাজ “বাল্যশিক্ষা”।

কয়েকটি স্কুলের ছোটো বাচ্চাদের ছড়া আবৃত্তি, গল্প বলা শেখানো শুরু হল – সেও অনলাইনে। শ্রুতিমঞ্জরী বিশ্বাস করে শারিরীক এর পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য র খেয়াল রাখা এবং তাঁকে লালন করা খুব ই জরুরি। ৮ থেকে ৮০ এবং তার ও বেশি বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর রাখতে আলাদা ভাবে ক্লাস শুরু করা হয়।

শ্রুতিমঞ্জরী অফিশিয়াল স্বীকৃতি পাওয়ার এক বছরের মধ্যেই আমরা আর একটি অনুমতি পাই – শ্রুতিমঞ্জরী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পায় – সর্ব্বহারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ থেকে। শুধু আবৃত্তি ই নয়, যোগাসন সহ অন্য যে কোন শিল্প বিষয়ে পরীক্ষা ও ডিপ্লমা সার্টিফিকেটের অনুমতি পায় এই শ্রুতিমঞ্জরী।

কোভিড কমতে থাকল আর আমাদের প্রসারতা বাড়তে থাকল। ২০২২ – অক্টোবর – শ্রুতিমঞ্জরী কলকাতায় নিয়ে এলো এক অন্য স্বাদে চমকপ্রদ অনুষ্ঠান “শ্রুতিসন্ধ্যা”। তারপরের বছরই এলো শ্রুতিমঞ্জরীর নিজস্ব আঙ্গিকে তৈরী করা কলকাতা, ভারত তথা বিশ্বের দরবারে প্রথম “কবিতাস্কেপ”। পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা এই কবিতাস্কেপের ওপর কাজ করেছেন – তাতে আমরা গর্বিত এবং আপ্লুত।

২০২৩ – শ্রুতিমঞ্জরীর ৬ জন প্রতিযোগী নাম দিল পরিষদের অনলাইন আবৃত্তি প্রতিযোগীতায়। ৬ জন ই পেল স্থান,সাথে মেডেল ও সার্টিফিকেট।

একই বছরে ৪ জনকে পাঠানো হল আকাশবাণী অডিশনে, এই ৪ জনেই বর্তমানে আকাশবাণীর শিশু শিল্পী হিসাবে গণ্য।
কয়েকটি স্কুলের ছোটো বাচ্চাদের ছড়া আবৃত্তি, গল্প বলা শেখানো শুরু হল – সেও অনলাইনে।

শ্রুতিমঞ্জরী বিশ্বাস করে শারিরীক এর পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য র খেয়াল রাখা এবং তাঁকে লালন করা খুব ই জরুরি। ৪ থেকে ৮০ এবং তার ও বেশি বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর রাখতে আলাদা ভাবে ক্লাস শুরু করা হয়।

শ্রুতিমঞ্জরীর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল কবিতা কোলাজ – গুরু অমিতাভ বাগচীর পথ প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মঞ্জরী আজও সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।
২০২৪, বছরের শুরুতে সুযোগ এলো বিদেশ মাটিতে আবৃত্তি এবং কবিতাস্কেপ পরিবেশনের। দুবাই এম্ব্যাসিতে সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের আহ্বানে পরিবেশিত হল – রোজ...

শ্রুতিমঞ্জরী নাম ও লোগো ট্রেডমার্ক লাইসেন্স পেল।
এই বছর আমাদের ১৮ জন স্টুডেন্ট অংশগ্রহণ করল অনলাইন জেলা ভিত্তিক আবৃত্তি প্রতিযোগীতায়। ১৭ জন বিভিন্ন স্থানে নিজেদের জায়গা করে নিল। ডাক পেতে লাগল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে – তৈরী হল শ্রুতিমঞ্জরীর পারফরমেন্সের দল। যারা যে কোন সময়ে নিজেদের প্রস্তুত করে নেয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করার জন্য। আর এই ২০২৫ এ সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ।

এর মধ্যে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক এলো সেখানে গেস্ট লেকচারার হিসাবে আবৃত্তির পাথক্রম অনুযায়ী ওনাদের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া। এ এক অন্য অভিজ্ঞতা।

এরপর এলো বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব। ২০ বছর আগের একটি চিন্তা হঠাৎ ই ভাবনা হয়ে মাথায় ঘুরতে লাগল।

লিখে ফেললাম স্ক্রিপ্টটা। একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের নৃত্য শৈলীকে মাথায় রেখে এই কবিতা কোলাজ তথা কবিতা স্কেপের ভাবনা। ভেবেছিলাম ওনার ছাত্রছাত্রী রা যদি রাজি হন! কিন্তু অদ্ভুত যোগাযোগে শিল্পী নিজেই যে এতটা উৎসাহ দেখাবেন এবং সেটা মঞ্চে সফল হবে সে ভাবনা কখনো স্বপ্নেও আসে নি। ডিসেম্বর ২০২৪ – কলকাতার কলামন্দির অডিটোরিয়ামে শ্রুতিমঞ্জরীর অনুরোধে স্বয়ং পদ্মশ্রী শ্রীমতি মমতা শঙ্কর আমাদের স্ক্রিপ্ট শুনে রাজি হয়ে যান এবং “মধুময় পৃথিবীর ধূলি” কবিতা স্কেপের পাশাপাশি পরিবেশিত হয় মমতা শঙ্কর ডান্স কোম্পানীর বিশেষ নিবেদন “অমৃতস্য পুত্রাঃ” । কলামন্দির দর্শকাসন পূর্ণ হয়ে ওঠে ।

২০২৫ জানুয়ারি – এবার ইউরোপ পারি দেওয়ার পালা। সর্ব্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির আমন্ত্রণে আরও একবার সুযোগ হল কবিতাস্কেপ নিয়ে বিদেশ পারি দেওয়ার। সময়ের সাথে সাথে এবং আপনাদের শুভেচ্ছায় চলতে থাকুক শ্রুতিমঞ্জরী , সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলুক।

সকলকে শারদ ও দীপাবলির শুভেচ্ছা

মঞ্জরী রায়
ভারত

আলো

সমতা মুখার্জী

একদিন তার কাছে লাল আকাশ চাইলাম
এক মোচড়ে বুকের ভিতর থেকে
হৃৎপিণ্ড নিয়ে এসে বললো
এই নাও দগদগে লাল আকাশ।

একদিন তার কাছে হিমেল বাতাস চাইলাম
এক ফুইয়ে উড়িয়ে দিলো এক গুচ্ছ চুল
চোখের উপর থেকে,
স্নিগ্ধ হলাম আমি।

একদিন তার কাছে এক পশলা বৃষ্টি চাইলাম
হঠাৎ ঝরে লন্ডভন্ড চারদিক
প্রবল ধূলারাশি আচ্ছন্ন করলো আমায়
তবে কি সে হারিয়ে গেলো দিতে দিতে।

নিকষ কালো অন্ধকার গ্রাস করলো আমায়
করজোড়ে ভিক্ষা করলাম আমি
আলো চাই একটু আলো ,
দূর থেকে এলো সেই আকাশবাণী -

" মাথা তুলে দেখো আমি সেই আলোকবিন্দু
প্রস্তুত হও, শুরু করো নবযাত্রা
অন্ধকার হতে আলোর পথে"।।

অপ্রেম

----- **অমিতাভ**

আসতে পারনি প্রেমেতে,
তাই অপ্রেমেতে এসো,
বসার ঘরে থাকবে আসন,
ওইখানেই বসো।

আমি থাকব পড়ার ঘরে,
সামনে খোলা খাতা,
ছন্দের অঙ্ক কষতে বসে,
ভরেই চলছে পাতা।

তুমি না হয় নিয়ে এসো
পেন্সিল আর তুলিখানি,
ভালোবাসার ছোঁয়ায় আঁকো
অপ্রেমেরই কাহিনী।

আমিও না হয় বন্ধ রেখে
ছন্দের সব হিসাব,
লিখতে বসি না দেওয়া
সব প্রশ্নের জবাব।

পূর্ণ হলে তোমার ছবি,
ডাক পাঠিও আমায়।
মিলিয়ে নেব কী লিখলাম
অপ্রেমেরই খাতায়।

বন্ধ হল চোখ আমার,
দেখতে গিয়ে ছবি।
একই কথা ভেবে চলি –
তুমি -আমি সবই !

তুমি এঁকেছ যে রঙে,
আমি লিখেছি তাতে -
না বলা কথা মিলে যায়
এই অনন্ত রাতে।

তোমার তুলির আঁচড়ে
ফোঁটে যে ছায়াপথ,
সেই পথেতেই এগিয়ে চলে
আমারও রথ।

যেখানেতে থামাও
তোমার তুলির টান
দূরে থেকেও শুরু যে হয়
আমার এ গান।

দূরত্ব পায় বদনাম শুধু
তুমি আমি জানি।
না দেখাতেও খুলতে পারে
বন্ধ ছিটকানি।

অশরীরী টানে হয়
বহু দূরত্বেরও ক্ষয়।
প্রেমের উর্ধে অপ্রেমের-
দীপশিখা জ্বলে রয়।

না থাকার ব্যথা নেই আর,
নেই না পাওয়ার ভয়।
তুমি আমি বেশ আছি
এ সুখ আশেষময়।

স্মৃতির অনন্ত ছায়ায়
শুরু এ যাত্রা
অপ্রেমের পথে পেল
এ প্রেম পূর্ণতা।

The Path Unknown-

By Anwita Vargabhi

I took a road I had never known No map, no guide, I walked alone The trees stood still, the sky was wide, And all I had was time and tide.

The signs had vanished, winds grew strong Yet something urged me to move on My heart beat loud, A drum of doubt, Still, every step, I, figured out.

The fields grew dark, the stars hiddeep, The rivers murmured songs in sleep. I asked the moon-" Where do I go?" It simply smiled with silver glow.

The past was far, the future dim, I could not tell the shore from rim. But strangely in that fear and flight, I found a spark, a little light.

Not every soul that roams is lost, some journeys bloom despite the cost. In winding turns and shadows cast, we meet the truths that always last

For getting lost is not the end, It breaks, it bends, and then it mends. It teaches more than book can show The strength to stay, the will to grow

So now I walk with open eyes, no need for rules no need for ties. For in that loss, I came to see-The path unknown was finding me.

ফিরে দেখা.....!!!!”

অরিত্র কুমার ভুঁইয়া

আমার জীবনের প্রতিটি পাতায় কলকাতা লেখা আছে। শৈশবের সকালগুলো শুরু হতো গঙ্গার হাওয়ায়, স্কুলের ইউনিফর্মে ঘামভেজা দুপুরগুলো কেটেছে কলেজ স্ট্রিটের গলিপথে, আর সন্ধ্যা নামলেই মোড়ের চায়ের দোকানে আড্ডায় মেতে উঠতাম বন্ধুদের সঙ্গে। বৃষ্টির দিনে ট্রামের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভিজে যাওয়া রাস্তা, বইমেলার ঠাসা ভিড়ের ভেতর নতুন বইয়ের গন্ধ—এসবই আমার জীবনের রঙিন অ্যালবাম। তাই একসময় মনে হয়েছিল—“এই শহর ছাড়া আমার চলবেই না। আমি কখনোই কলকাতা ছেড়ে যাব না।”

কিন্তু জীবনের পথ সবসময় আমাদের ইচ্ছে মেনে চলে না। নিজের কর্মজীবনের জন্য, পরিবারের দায়িত্বের জন্য আমাকে চলে যেতে হলো বহু দূরে—দুবাইতে। সেই দিনটার কথা আজও মনে পড়ে। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে যখন কলকাতার আকাশকে শেষবারের মতো দেখছিলাম, মনে হচ্ছিল বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তবু ভেবেছিলাম—“যাই হোক, একদিন আমি ফিরব। আবার আমার কলকাতার রঙ, গন্ধ আর ছন্দের ভেতর ডুবে যাব।” এই আশাতেই আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।

কিন্তু বছর পেরিয়ে গেল। আমি পরিশ্রম করলাম, নতুন জীবনে মানিয়ে নিলাম, দূরের দেশে দাঁড়িয়েও কলকাতাকে বুকে আগলে রাখলাম। প্রতিদিন রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি যেন শুনতে পেতাম ট্রামের ঘণ্টা, চায়ের দোকানের হাসি, বইমেলার ডাক। কলকাতা আমার স্মৃতির ভেতর এক জীবন্ত শহর হয়ে রইল।

অবশেষে বহু বছর পর ফিরে এলাম। হৃদয় ভরে উঠেছিল আনন্দে—আজ আবার আমার শহরকে পাবো। কিন্তু ফিরে এসে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম। রাস্তাগুলো অপরিচিত, বাতাস ভারী, ট্রামের সুর যেন হারিয়ে গেছে। সেই মাঠগুলো যেখানে ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলতাম, এখন কংক্রিটে ভরা। যে গলিগুলোয় বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতাম, সেগুলোতে আজ ব্যস্ততা আর নিঃশব্দ ক্লান্তি। মনে হলো, আমি যেন অন্য এক শহরে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমি বুঝতে পারলাম, সময় শুধু আমাকে বদলায়নি—আমার শহরকেও বদলে দিয়েছে। আমি যে কলকাতাকে বুকে বেঁধে রেখেছিলাম, সে আসলে আজ আর নেই। সে রয়ে গেছে কেবল আমার স্মৃতির পাতায়। এই উপলব্ধি আমাকে ভীষণ কষ্ট দিল। প্রথমে ভেবেছিলাম স্মৃতিগুলো সঙ্গে নিয়ে দুবাই ফিরব, কিন্তু শিগগিরই বুঝলাম—ওই স্মৃতিগুলো আমার কাছে সুখের চেয়ে যন্ত্রণাই বেশি বয়ে আনবে। কারণ প্রতিটি স্মৃতি আমাকে মনে করিয়ে দেবে আমার সেই হারিয়ে যাওয়া কলকাতার কথা।

বিদায়ের আগে তবুও আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। কলকাতাকে আমি একটি উপহার দিলাম—আমার লেখা একটি কবিতা। কবিতার প্রতিটি লাইনে আমি লিখলাম আমার ভালোবাসা, আমার কৃতজ্ঞতা, আমার না-পাওয়ার ব্যথা। আমি বিশ্বাস করি, এই শহর আমাকে যে পরিচয়, যে স্বপ্ন, যে শেকড় দিয়েছে, তার প্রতিদান আমি কখনোই দিতে পারব না। তবুও এই কবিতাটা আমার তরফ থেকে কলকাতাকে দেওয়া একটি ছোট্ট উপহার—একজন সন্তানের ভালোবাসা মায়ের প্রতি নিবেদনের মতো।

অরিত্র কুমার ভুঁইয়া

আজ আমি হয়তো দূরে আছি। দুবাইয়ের মরুভূমির রোদে, অচেনা ভিড়ের মাঝে আমি বেঁচে আছি, কিন্তু আমার ভেতরের হৃদস্পন্দনে এখনও কলকাতার সুর বাজে। আমি জানি, আমার কলকাতা হয়তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু সে চিরকাল বেঁচে থাকবে আমার ভেতরে। আমার হাসিতে, আমার কান্নায়, আমার কলমের প্রতিটি অক্ষরে।

কলকাতা আমাকে শিখিয়েছে ভালোবাসতে, স্বপ্ন দেখতে আর নিজের শেকড়কে কখনো ভুলতে না। তাই আমার জীবন যত দূরেই গড়াক, যতই পাল্টে যাক, আমার আসল ঠিকানা থাকবে একটাই—আমার কলকাতা।

ফিরে দেখা
পর্ব ২ : “দুর্গাই যাবেন বাপের বাড়ি”

দুবাইতে আমার সকাল শুরু হয় একেবারেই অন্যভাবে। সূর্যের তীব্র আলো জানলার পর্দা ভেদ করে ঢুকে পড়ে, মরুভূমির বাতাস শুষ্ক, গরম আর নির্জীব। আকাশ যেন সবসময় একই রঙের—নির্জীব নীল, যেখানে পাখির ডানার শব্দ নেই। এখানে সময়টা চলে একেবারে ভিন্ন ছন্দে—অফিস, ব্যস্ততা, ঝলমলে শপিং মল, কাঁচের সুউচ্চ অট্টালিকা। এখানে আলো আছে, চাকচিক্য আছে, কিন্তু নেই সেই হৃদয়ের টান, নেই সেই উষ্ণতা।

আমি অবশ্য শিখে নিয়েছি মানিয়ে নিতে। মরুভূমির গরমে নিজেকে গড়ে তুলেছি, একরকম কৃত্রিম ছন্দে বাঁচতে শিখেছি। সময় আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে এগিয়ে যেতে হয়, কিভাবে অতীতের জন্য কাঁদতে নেই। বাইরে থেকে আমায় দেখে মনে হবে আমি একজন সফল প্রবাসী—জীবনের ছন্দে পুরোপুরি মিশে গেছি।

কিন্তু সত্যিটা ভেতরে লুকিয়ে আছে। একটুকরো কলকাতা এখনও প্রতিদিন আমাকে তাড়া করে। বিশেষ করে যখন আসে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ। ঠিক তখনই মনে হয়—এখন কলকাতায় ভোর চারটা বাজছে। বাড়ির সবাই রেডিও খুলে বসেছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই অবিস্মরণীয় কণ্ঠ ভেসে আসছে, আর সকালের আলোয় জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ছে শরতের হাওয়া। আমি যেন আবার ছোট্ট ছেলে হয়ে গেছি—ঘুম চোখে বিছানায় বসে শুনছি মহালয়ার গান।

দুবাইয়ের ঘড়ি তখনও চলছে নিজের নির্লিপ্ত ছন্দে। অফিসে যেতে হবে, নথি জমা দিতে হবে, মিটিংয়ে বসতে হবে। কিন্তু আমি জানি, সেই সময় কলকাতায় মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, প্যান্ডেলের আলো জ্বলছে, চায়ের দোকানে আড্ডা জমছে। এই বৈপরীত্যই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা।

পুজোর দিনগুলো ছিল আমার জীবনের রঙিন অ্যালবাম। ষষ্ঠীর সকালে নতুন জামার উচ্ছ্বাস, সপ্তমীর কাশফুল ভরা মাঠ, অষ্টমীর অঞ্জলিতে মায়ের আঁচল আঁকড়ে দাঁড়ানো, নবমীর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে নির্ঘুম প্যান্ডেল হপিং—এসবই আমার হৃদয়ের ভেতর আজও জীবন্ত। আর দশমীর সিঁদুরখেলায় মায়েদের হাসি-কান্না মেশানো মুখগুলো? সেগুলোই ছিল আমার শিকড়ের আসল ছবি।

এমন সময়ে একটা তীব্র উপলব্ধি আমাকে কুরে কুরে খায়। দেবী দুর্গা প্রতিবছর নিজের বাপের বাড়ি ফিরে আসেন, আর সারা বাংলায় তাঁর এই আগমনকে ঘিরে হয় উৎসব। কিন্তু আমি, যে প্রকৃত অর্থে নিজের বাড়ি থেকে হাজার মাইল দূরে, আমার ফেরার কোনো উৎসব নেই। আমার ঘরে ফেরার দিন কেউ গণনা করে না, কেউ প্রতীক্ষা করে না। এ কারণেই আমার কাছে দুর্গাপুজো একসঙ্গে আনন্দের আর বেদনার ছবি—মায়ের বাড়ি ফেরা, অথচ আমার না ফেরা।

এখানে দুবাইতে যতই মানিয়ে নিই, যতই সময়কে কাজে লাগাই, সেই শূন্যতাটা থেকে যায়। এখানে উৎসব মানে ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ, অফিস থেকে ছুটি পাওয়া বা না পাওয়া। কিন্তু কলকাতার পুজো ছিল অন্যরকম—সেখানে উৎসব মানে ছিল মানুষের হৃদয় একসাথে ধ্বনিত হওয়া।

প্রবাসে থাকতে থাকতে আমি শিখেছি স্মৃতিকে লুকিয়ে রাখতে। বাইরে থেকে আমি হাসি, মানিয়ে নিই, চলতে থাকি। কিন্তু গভীর রাতে, যখন শহর ঘুমিয়ে পড়ে, তখন বুকের ভেতর ভেসে ওঠে সেই কলকাতার রাস্তাঘাট, আলো, আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ। তখন মনে হয়—আমার আসল ঠিকানা এখনও ওই শহরই

দুবাই আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে এগিয়ে যেতে হয়, কিন্তু কলকাতা শিখিয়েছে কিভাবে হৃদয়ের ভেতরে একটা শহর চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা যায়। আমি হয়তো আর পুজোর ভিড়ে ফিরতে পারব না, কিন্তু ভোর চারটায় মহালয়ার দিনে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে, আমি প্রতিবারই কলকাতার কাছে ফিরে যাই।

অরিত্র কুমার ভুঁইয়া
একাদশ শ্রেণী
NAME- ARITRA KUMAR BHUINYA
CLASS- 11 SCHOOL- BIRLA HIGH SCHOOL

Oh Calcutta!!

Aritra Kumar Bhuinya

Oh Calcutta!,my Calcutta!
The city of delight,where
History takes flight.
From the chaotic fish markets
To the calm Ganges,
Everything tells a tale.

Oh Calcutta!,my Calcutta!
Your sweetness beholds, In every bite
A mystery unfolds. From the sweet
Rosogolla to the spicy fish fry,
Everything tells a tale of taste.

Oh Calcutta!,my Calcutta!
In your heart a festival lies,where
devotion stands with a fragrant trail.
Dhak beats echoes through the festive air,
Durga Pujo's spirit is beyond compare.

Oh Calcutta!,my Calcutta!
I forgot about the literary bazar, where
books whisper with a twister.
In the narrow lanes of Boi Para
knowledge weaves through every beat.
Nevertheless, it's College Street.

Oh Calcutta!,my Calcutta!
It's time for a goodbye
For, I have to leave for Dubai.
A chapter ends,yet echoes remain,
In the city of joy,love will sustain

BIG VERSUS SMALL

Bianca Dutta

“Thank You! Mr. John Ele, for your deeply shown empathy and kindness. You have my word and there will be a day when I’ll return this favour of yours. Favour sounds too demeaning a word, I must say would thank you properly, Sir! I should add, you have earned my heartfelt respect, you are a true beast of honour. Please accept my bow.”

A long long time ago in the happy land of Belzia there lived a nest of mouse, they were not hundreds but thousands all rooted in the royal aristocrat lineage of the most learned Belzian clan. They were spread across various parts of Belzia and as their royal blood proclaims they led a refined life, lived in luxurious earth pockets with fine ventilation and courtesy to the weather conditions of Belzia they never had any dearth of food. They mostly fed on the fertile lands in and around Belzia and these lands produced various kinds of crops. The human community, even though aware of the *mousely* interruptions never bothered much as besides feeding on the crops the mice also got rid of the crop infecting insects and hence it was a mutual communion between both the fraternities.

On one of the beautiful Sunday sunny mornings while the Alan Belzian Mouse family was having their sumptuous breakfast, they felt a vibration. It stopped in a minute but repeated and then re-repeated. The head of the family, Mr. Rob Alan didn’t have good feelings about this and sensed danger. He somewhere read blind mole rats were the first mammals whose sense of vibration was recorded and hence ensures the fact that animals, especially the mouse

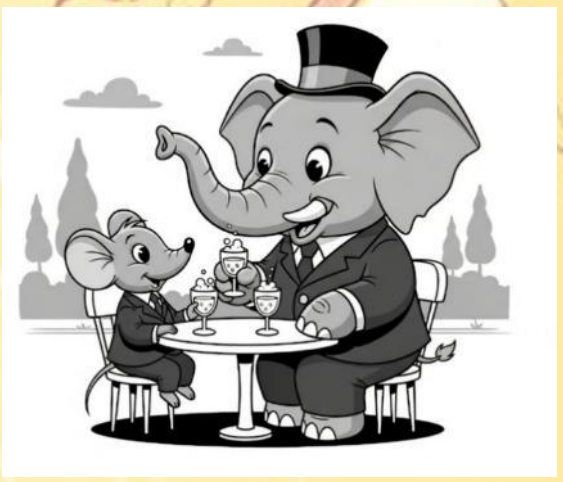

organization should ideally sense and feel vibrations naturally as a classification of their sensory organs' arrangement and built. His natural sense told him what he witnessed was no natural thing. He immediately took his coat and hat and walked out to talk to the head of their community, Mr. Brown and eventually all the eminent members of the clan were summoned in the discussion. All of them mentioned a somewhat feeling of some minor vibration, but none except two or three thought it to be a threat.

Later the vibration continued without any pause but at a low scale like before.

Upon a lot of discussion and on the advice of the leader Mr. Brown they decided to evacuate their homes and move to the nearby village of Altoria. Some of the Belzian families migrated there in the past and the community of Altoria would be more than happy to accommodate the Belzians.

The preparations started and they had to be quick. In an hour's time all left their homes for the village of Altoria; just then Mr. Rob Alan exclaimed, "Friends, we should inform about this to the Elephant community of Eton Belzia. We should not forget the favour they did us last winter. I hope we didn't forget that".

During last winter, while food was not so adequate and crops were not at its best bloom a herd of elephant everyday as a practice crossed the fertile lands of Belzia in groups, whenever the mice saw them they took to hiding considering the big shapes of the beast. As a result of their luxury stroll, crops were not only destroyed there was panic within the mouse community. The elephants as if came from thin air on one fine day and just continued their daily routine. This happened for some days, when Mr. Rob Alan and Mr. Brown decided one day they would have to speak up. It's not a threat to the crops from which they live their lives, besides, it's incorrect to destroy nature's products as it creates an imbalance in the ecosystem.

Bianca Dutta

On the following day, both Mr. Alan and Mr. Brown stood right at the edge of the fields when the elephant clan started approaching. The clan first ignored these two mice-men when Mr. Alan, started climbing at the trunk of the head elephant and reached up to his ear and said, “Sir we need to have a word”. The elephant with very mixed feelings signaled his group to stop. That’s when the conversation happened and those mighty beasts, even though they looked like giants had hearts and brains. They regretted their unmind fullness and deeply apologized for destroying someone’s food. They promised they would change their routes.

Dear readers, that’s when Mr. Brown and Mr. Rob Alan shared the Thank You note that you read just at the inception of the story.
Therefore, the mouse clan decided to de-route and inform the elephant community first and then move to Altoria. Mr. Brown met up with Mr. John Ele, the head of the elephant community and shared in detail about why they were migrating in such a short notice. Mr. Ele however, said, “Mr. Brown no disrespect, we are all God’s creation but it can be a threat to you as you all are so tiny, this little vibration here and there what can that do to us, we are so huge”. Mr. Alan however very calmly said, “Sir, you respected us one day and hence even if we are not sure what it is, we thought to alert you. I’ll take your farewell now. We have a long way to go”. With that the mouse community left.

Bianca Dutta

The head of the elephants, even though at first never paid much heed to Mr. Brown later thought it must be something nonetheless, after all the entire mice clan is migrating. He summoned his clan and they decided to move to the next jungle, maybe just for the sake of vacation; at least they didn't feel any vibration etc. They packed their stuff and emerged for their vacation in late evening, all of them. "After all vacations are also required at times" is what Mr. John Ele said while they started for their journey.

The Animal Kingdom News Herald : A deep massacre broke upon the land of Belzia and in and around Belzia yesterday mid-night. A dormant Volcano which was thought to have gone extinct, erupted massively. The lava had destroyed the Forest of Eton Belzia including the fertile lands. No casualties have been reported so far.

Bianca Dutta

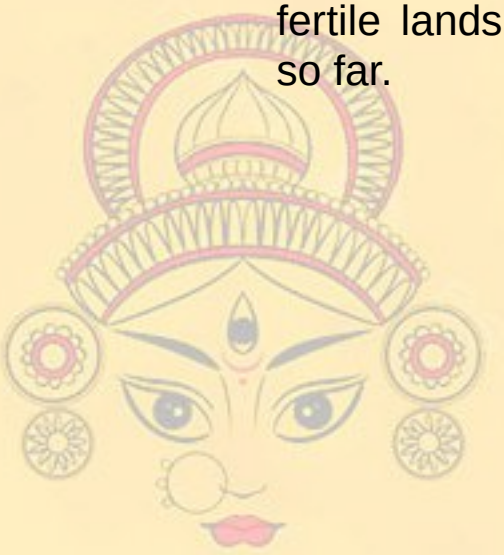

মা

দেবস্মিতা পাল

হঠাৎ করেই এমন এক একটা মূহর্ত আসে,
ঝড়ের বেগে ওলোট পালোট সব।
সেই রকমই এক মূহুর্তে তুমি গেলে তারাদের দেশে।
ব্যর্থ মন অশ্রুস্নাত হয়ে ফিরে গেল
সারারাত গায়ে মেখে বৃষ্টির জল।
নতুন ভোরে চোখের সামনে তুমি নেই,
অথচ চোখ বুজলেই তোমায় দেখি।
যেমন ধর দূরভাষে আর পাই না তোমায়,
অথচ শব্দ কথায় থেকে যাও।
আজ বুঝি বিভূ শুধু ছেড়েছে শরীর
চলে তুমি যাওনি কোথাও ।
পাশেই আছ, সাথেই আছ,
শক্তি হয়ে, সাহস হয়ে, ধৈর্য হয়ে।
ভালো থেকো মা ভালোবাসায় থেকো ।

CHASING SUNSETS IN THE GOLDEN PENINSULA

[All the above pictures were clicked by my parents]

Drishik Majumdar, 6B

26th October 2024, was a much anticipated day, because on that day, I along with my parents, were going to Malaysia- the Land of the Malays. Malaysia is a tropical South East Asian country occupying parts of the Malaysian peninsula and the island of Borneo, with its capital in Kuala Lampur. Malaysia enjoys equatorial climate with high temperatures and humidity throughout the year, still the best time to visit it is between October to March. We took a night flight to Singapore. The Changi International airport Singapore was gorgeous, with recently passed Durga Puja decorations, indoor gardens, 3D painted ceilings, numerous indoor plants as well as ponds with little goldfish swimming merrily. After clicking few pictures and roaming through different terminals, we boarded our next flight to Langkawi- an archipelago in Malaysia.

From witnessing a great view of the sea from the airplane window, to taking a drive through the city and reaching our hotel, everything seemed awesome to me. Our hotel was so close to the beach, that from the room we could see the waves lapping the shore. In the evening, we went to the Dream Forest. We had to take a stroll through a forest like area decorated with different kinds of lights and statues, while speakers attached on the trees told mythological stories of Langkawi. It was a lovely, unique and magical experience. After a luscious dinner, I fell asleep listening to the harmony created by the roars and splashes of the gentle, flowing waves.

Mural art on a 3 – storey building at Ipoh

Next day, we went to the Oriental Village. It was quite an interesting place, with different fun activities. First, we watched a 3D show, followed by a Ropeway Ride. Then we went to a 3D art museum. It had many illusions and realistic paintings. Our next destination was the Eagle Square. It was a place near the docks with a huge eagle statue facing the sea. We spent some time witnessing the sunset painting the sky in hues of scarlet and amber. We returned to our hotel and went to bed after dinner, with the unforgettable memory of a wonderful day in our minds.

The very next morning, we took a ferry to Alor Setar, and from there, a 2-hour bus ride to Ipoh. Ipoh is a small town famous for its street art and murals. That night, we tried Nasi Lemak- the traditional food of Malaysia. To be honest, I didn't like it very much. Next day, we visited some of the renowned cave temples of Ipoh. There were several Chinese and Buddhist temples carved out of rocky hills. I really loved the cleverly designed architectural structure of the temple, as well as the meticulous carvings on the cave walls. We also went for a walk around the town and saw some beautiful street art. I was in awe of the artists who painted 3D murals in buildings as tall as 3storey.

The following day, we took a flight to our next destination, Johor Bahru. I was eagerly waiting for this part of the trip. The reason for coming to Johor Bahru was Legoland, the home of my favourite Lego bricks. After lunch, we went to the main Legoland theme park. There were separate areas for different Lego themes. First was Lego Miniature. This area had huge intricate Lego models of famous monuments around the world. I was amazed and kept wondering that how the creators had designed and built such models. Next came Lego Imagination. We watched a 4D show and went on a fun roller coaster ride. After that, we went to Lego Adventure. It was based on the pyramids of Egypt. We went on a ride where we had to shoot laser beams out of a trolley. Then was Lego Ninjago. I enjoyed thoroughly.

The famous Putra Mosque, Putrajaya

Sunset from Eagle's Square, Langkawi

We had reached almost the last leg of our trip with our next visit to Putrajaya- its main attraction was the marvellous, intricately designed pink Putra Mosque. The pink colour was so surreal and royal that one could pass hours staring at it. Finally next day we visited the capital city of Malaysia-Kuala lampur. I was mesmerised by the tall skyscrapers and buildings towering our heads. The prodigiousness of the majestic Twin Tower and Kl tower took away my breath. The musical laser fountain show in front of the Twin tower during the evening was itself a sight to behold.

As our return flight left the grounds of Malaysia, my mind crawled into flashback to arrange neatly the wonderful moments of the past few days. Thus our tour ended with loads of photos in our phone gallery, hearts filled with gratitude but most importantly left an unforgettable trail of treasured memories in my mind, which I would relish throughout my life.

কী লিখবো?

মৌসুমী মজুমদার

(আইনজীবী – বেঙ্গালুরু)

1980s...দাদু-ঠাকুমা, বাবা-মা, দাদা আর আমি কলকাতাতে। পড়াশোনার পাশে পাশে আবৃত্তি, drawing competition সবই চলতো। মা রান্না করতে করতে দৌড়ে এসে শেখাতো। 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে practice করতে থাকো... ঠিক করে মুখস্থ হয় যেন'

মা, আমার প্রথম teacher... 🙏

সংসারের কাজ, private tuition, আমার school সবই চালাতো মা। আর তার সাথে চলতো অসংখ্য আবৃত্তি competitionগুলো। Weekend এ ভোরবেলায় বাবা scooterএ করে মাকে আর আমাকে নিয়ে যেতো আকাশবাণী ভবন; অনেক দূরে, সেই Eden Garden-এর পাশে। শিশু মহলে recording করে বাড়ি ফিরতাম। আসবার সময়ে কানে radio লাগিয়ে আগের সপ্তাহের প্রোগ্রাম শোনা..... কিছু বছর পর শুরু হলো গল্প দাদুর আসর .... Weekendএ চলতো competitionগুলো। কখনো medal, কখনো certificate, কখনো বই পুরস্কার; কখনো খালি হাত। মা শুধু বলতো: 'ভুল থেকে শেখো; পরেরবার হবে'। বাবা আর দাদা বলতো: 'এগিয়ে যাও। আবার চেষ্টা করো'। এরকম করতে করতে দিন-বছর সব কাটে। মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে বাবার চাকরি বশতঃ চলে যেতে হয় দিল্লি। সেখানে আবৃত্তি করার সুযোগ না পেলেও বাংলা নিয়ে পড়াশুনো continue করে CBSE 12thএ বাংলা ভাষাতে highest মার্ক্স নিয়ে পাশ করলাম।

তারপর ভাগ্য নিয়ে চলে এলো একেবারে southএ। Bangaloreএ National Law School থেকে law পাশ করলাম। তারপর আর কি? প্রেম, চাকরি, বিয়ে, বাচ্চা আর সংসার Bangaloreএই settled .....

2009 December আর 2010 January র মধ্যে জীবনের প্রথম ধাক্কা; মাত্র 43 দিনের মধ্যে মা-বাবা দুজনকেই হারালাম।

Fastforward to 2020s..

হঠাৎ কলকাতার সেই ছোটোবেলার বন্ধুগুলোর সাথে যোগাযোগ হলো। Facebookএ। watapp group বানানো হলো। Sharmishta বলে উঠলো: মৌ, তুই কবিতা বলা ছাড়িসনিতো?

কোথায় বুকের মধ্যে কেমন একটা করে উঠলো।

2022: Google search করে খুঁজে বের করলাম ShrutiManjari. Email করলাম। তারপর... সেই chapter বন্ধ। ।

Fastforward to 2025..

1st June 2025: I was diagnosed with brain tumor... God is great. It was benign, treatable & very small. কিন্তু তাও, tumor তো। তাই পার নীচ থেকে মাটি খসে গেছিলো। মনে হলো এবার দিন গোনা শুরু। তখন মনে হলো, চলে যাওয়ার আগে একবার অসম্পূর্ণ কাজগুলো করে ফেলা যাক। একটু 'মি tim

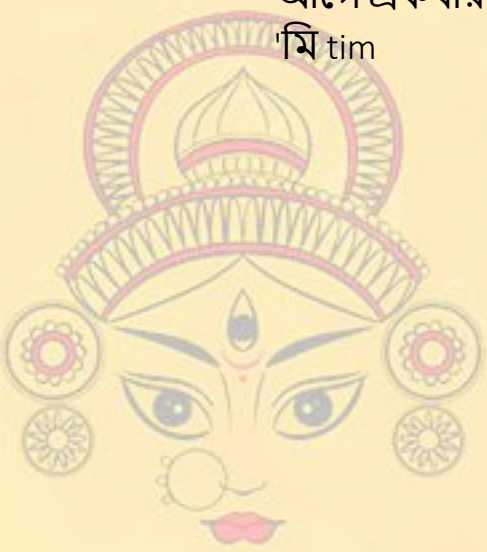

ফানুস

রিংকু ঘোষ
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা (মুম্বাই)

ইচ্ছের ফানুস উড়ছে আকাশে
মন চায় চলে যেতে বহু দূর দেশে।

হয়ত বা আমার অবুঝ ছেলেবেলায়
কিম্বা যাব আমি লাজুক কৈশরবেলায়।

যদি খুঁজে পাই মোর স্বপ্নের ছেলেবেলা
ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরব মায়ের গলা,
আমি বলব মা আমায় যেও নাকো ছেড়ে
মা বলবেন পরলোকে আমার অনেক কাজ যে আছে পড়ে।

যদিবা ফানুস মোরে কৈশরে নিয়ে যায়
বহু স্মৃতিবিজড়িত ক্লাসরুমে মন ধায়।

উড়ছে ফানুস নিয়ে মোরে দূর্দান্ত গতিতে
এখনতো জানিনা কোথা হবে যেতে।

চিন্তামুক্ত আমি উড়ছি যে তাই
রামধনু আঁকা রঙে স্বপ্ন সাজাই।

স্বাধীনতা

শুভ্রনীল সোম

(অধ্যক্ষ – ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ)

স্বাধীনতা তুই নাকি আবার পরাধীন!
কেনোরে - পারিসনা তুই উঠে দাঁড়াতে
কোথায় গেলি তুই হারিয়ে
যাসনা তুই আমদের ছেড়ে।
তুই কী লড়বিনা পরাধীনতার সাcথে?
ধর্ষণ, খুন, রক্ত, নখ
এরা আজ করছে রাজ।
স্বাধীনতা - তুই কেন আজ লড়বিনা?
এদের ছুড়ে ফেলবিনা?
এরা আজ তোর আমার কাছে
নির্লজ্জের মতো জিতে গেছে।
রাজার নীতি রাজনীতি
অনীতি আজ তাদের সাথি।

তোকে আজ বড্ড দরকার
স্বাধীনতা তুই আয় ফিরে আয়
সবার চোখে ঝলসে আয়
রক্তে আরো লাল হয়ে আয়
প্রাণে তুই আশা নিয়ে আয়
সমাজে তুই দৌড়ে আয়
নারীর বুকে আগুন হয়ে আয়
পুড়ুষের মনে আলো নিয়ে আয়
বাবার মনে নারী শিশু হয়ে আয়
মার চোখে তুই স্নেহ হয়ে আয়
সিদ্দারাতে তুই সোজা হয়ে আয়
নারীর মনে নির্ভয় নিয়ে আয়
রাতের অন্ধকারে আলো নিয়ে আয়
আয় আয় স্বাধীনতা আয়
সবার মনে প্রাণে তুই ফিরে আয়
তোকে আজ বড্ড দরকার
ফেরাস না তুই আমাকে আর।

AGNIPARIKSHA

- S. Medha
Class 8,DPS Navi Mumbai

Shouts and wails all around
My life is on fire, it has run aground
Everything is a dazzling gold and red
My heart is grey, I can't think ahead

I cough and cry and shout and yell
My soul sinks to my stomach, this is living hell
My neck feel stiff, my eyes sting bad
I sink into darkness, it makes me feel glad

The darkness beckons and calls out to me
I lose myself in it, time ticks slowly
My eyes flutter, Ahoy! There is light
My eyes rest on a scintillating woman, all dressed in white

Tears have clouded her eyes
She looks distant and divine
I reach out for her
She slips out in time
Tears cloud my eyes
She was all mine

She was my mother a goddess so enchanting
Blood drums in my head, I start panting

What sin did I commit
To suffer such a fate
I passed this test of fire but
I lost everything that mattered to me
In this cruel game of love and hate

WHY THE SWITCH!

- S. Medha
Class 8,DPS Navi Mumbai

The universe enveloped in joy
Mesmerized by his marvellous dance
Every move the seem to enjoy
So manly yet so mellifluous

And with him, she arrives
A goddess so pure
Her entry bring ripples in the air
Her aura majestic, she walks with flair

And together they create a dynamic duo
Their lives and fates intertwined
His of arts, Hers of valour
Their perfection undefined

He is Mahadev, the deity of dance
A master at the 64 arts
He is Shiva, the auspicious one
He is formless, limitless, Akasha

And she is Shakti
Penance and austerity
She is nature divine
Energy, Prakriti our lifeline

Without He, She doesn't exist
Neither does Shiva without Shakti
Only the yin-yang together form a complete circle
So do Purusha and Prakriti

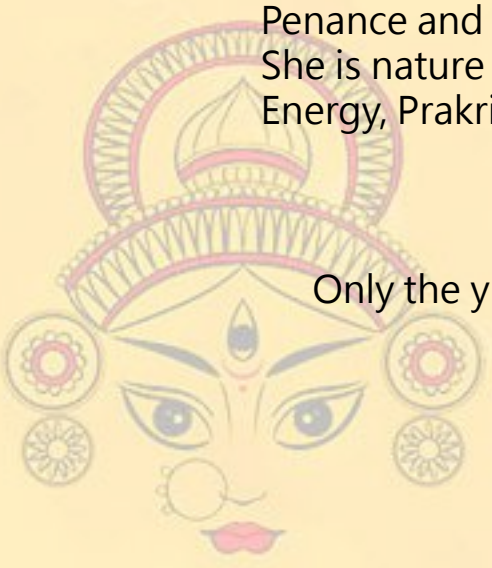

Then why? why? Why?
Do we today believe
That arts is a feminine thing to do
What does this achieve?

When the God of Arts himself
Represents masculine energy
Why the switch? Why the chaos?
Why the confusion and slurry?

Our culture, heritage, history
Have shown us life's path
The gender role switch is a mystery

So let us today think back
Read, decrypt and learn
Our minds clear of prejudice
Superstitions and negativity burnt

O! Divine Nataraja!
With a heart full of devotion I pray.
Bless my countrymen to be free of illusion
So that discrimination doesn't lead our way

26;Unyielding India

- S. Medha
Class 8,DPS Navi Mumbai

Oh! 26, such a holy number
India's constitution enforced on a 26
India became a republic on a 26
India adopted its constitution on this 26
India got jolted because of 26

26 civilians! That's a big toll
26 civilians have fallen cold and dead
26 families cried out their broken hearts
Some parent, some children, some newly wed

26!26!26!

But 150 million souls have made this cry thrive
150 million souls have brought this nation alive

Bharat Mata has awaken
Riding on her lion
Fiercely protecting her children
Some of them have made their way to Zion

India replies with tit for tat
You harm us, we harm you back
India's strength has come to the fore
India replies with operation Sindoor

Missile drones, all fly around
India's reputation mustn't be drowned
Aircraft displaying India's banner
Armed with explosives like SCALP and HAMMER

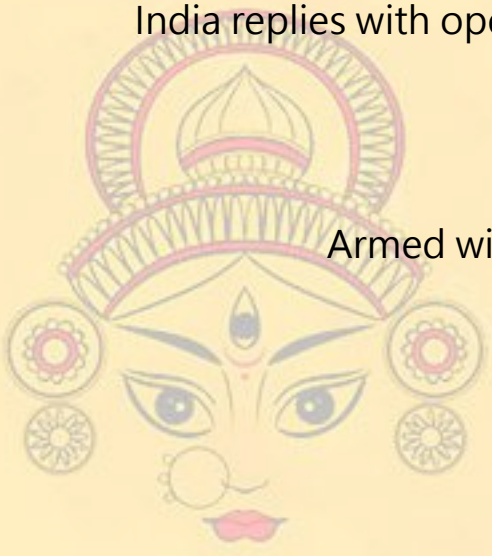

Akash- our very own indigenous missile
Has hurt the nation that has the guile
To let a threat so big go unheard
India's power has shook the world

With this India has spread a message
A message of strength, a message of courage

From the dust of dreams and the sparks of fire
Rises a nation who dares to aspire
Her voice is fierce, her heart is clear
She is a New India who knows no fear
She is an empowered India who knows no fear

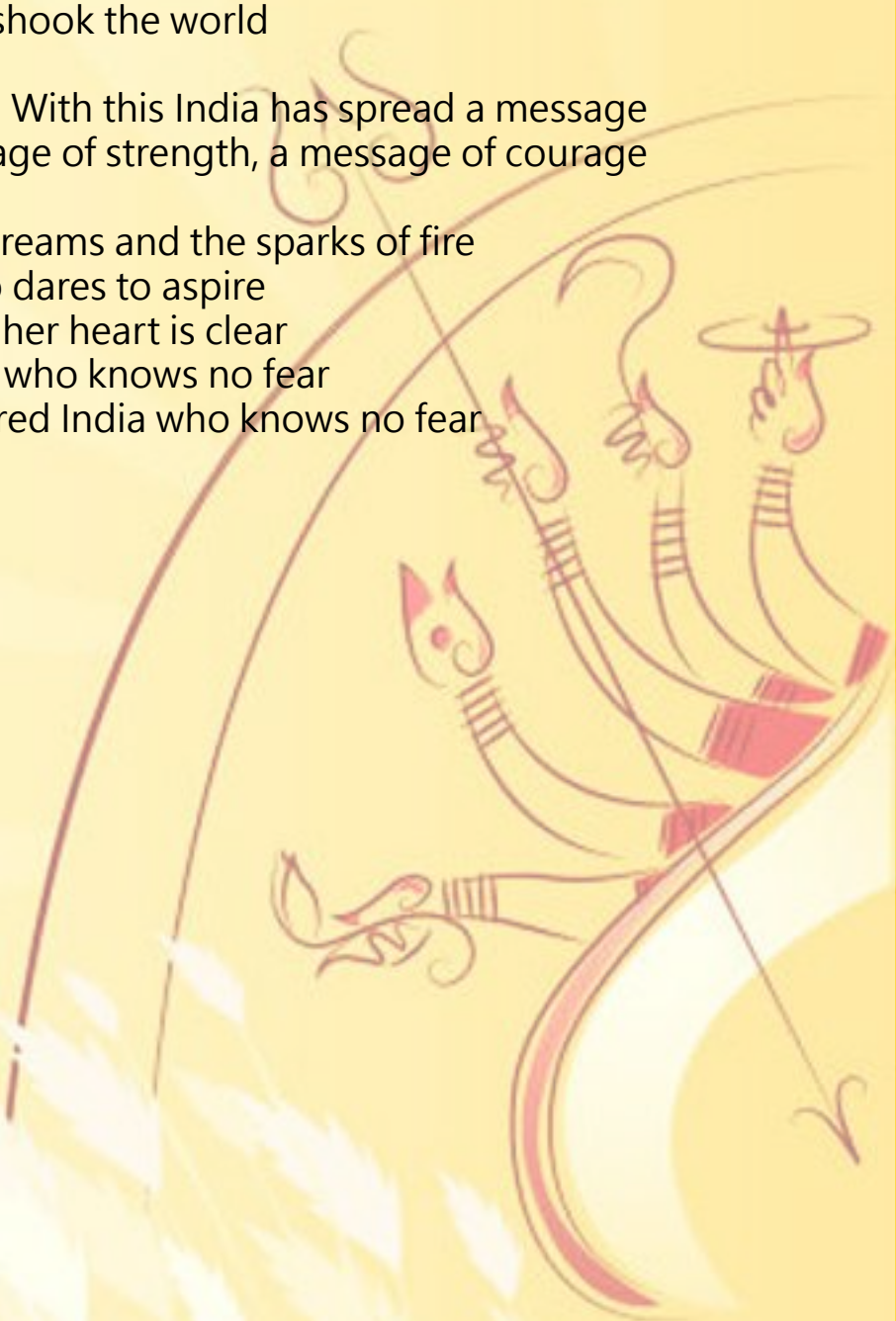

এবারও মা যদি আসিস

এবারও মা যদি আসিস,
মেয়ে দুটোকে নিয়ে সামলে থাকিস।

ওরা মুখোশ পরে পূজা করে,
ছুরি লুকিয়ে হাত জোড়ে।
ওদের আড়ম্বরে ভুলিশ নে মা,
ওরা আড়ম্বর বেচে, লজ্জা কেনে।

আসবি কি না মা ভেবে দেখিস,
আসলে, ঢাল তলওয়ার সাথে নিস।
ওরা কিন্তু একজন নয়
অনেকে মারে, অনেকে আবার প্রমান লোকায়,
অনেকে মিলে মজা নেয়, লজ্জা যখন মৃতপ্রায়।
তার ও পরে রানি সেনাপতির খেলা হয়।।

পৃথিবী জুড়ে অসুরের দল,
কত রূপে অসুর ঘোরে।
যদি আসিস, নিরমুল করে,
তবেই মা তুই ছেড়ে যাস

স্বাগতা মিত্র
কলকাতা

এবারও মা যদি আসিস

এবারও মা যদি আসিস,
মেয়ে দুটোকে নিয়ে সামলে থাকিস।

ওরা মুখোশ পরে পূজা করে,
ছুরি লুকিয়ে হাত জোড়ে।
ওদের আড়ম্বরে ভুলিশ নে মা,
ওরা আড়ম্বর বেচে, লজ্জা কেনে।

আসবি কি না মা ভেবে দেখিস,
আসলে, ঢাল তলওয়ার সাথে নিস।
ওরা কিন্তু একজন নয়
অনেকে মারে, অনেকে আবার প্রমান লোকায়,
অনেকে মিলে মজা নেয়, লজ্জা যখন মৃতপ্রায়।
তার ও পরে রানি সেনাপতির খেলা হয়।।

পৃথিবী জুড়ে অসুরের দল,
কত রূপে অসুর ঘোরে।
যদি আসিস, নিরমুল করে,
তবেই মা তুই ছেড়ে যাস

স্বাগতা মিত্র
কলকাতা

মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে – চলে

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রুতিমঞ্জরী

ইচ্ছেডানা –
স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার

অর্ণা এসে বসলো তার জন্য নির্ধারিত পাইলটের আসনে - তবে বসার আগে একবার দেখে নিল সেই নির্দিষ্ট আসনটা- যেখানে তার স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি বসে আছেন- মুখে হাসি,চোখে জল নিয়ে।
সে আজ কতদিন আগের কথা-বছর ২৬ তো হবেই। ছোট্ট অর্ণা উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশে উড়ে যাওয়া বিমানের দিকে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে তার মাকে বলছিলো- "মা জানো, আমার খুব ইচ্ছে করে আকাশে পাখির মতো উড়ে বেড়াতে। ইস! আমার যদি পাখির মতো ডানা হতো, কি মজা হতো !" মা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন-"হবে তো মা, তুমি অনেক অনেক পড়াশোনা করো;তাহলেই তুমি পাখির মতো উড়তে পারবে।"অর্ণা বুঝতে পারে না মায়ের কথা;তবুও মায়ের কথা শিরোধার্য করে পড়াশোনায় মনপ্রাণ ঢেলে দেয়।

বড়ো হয়ে উঠার সাথে সাথে অর্ণা মায়ের কথা বুঝতে পারে। ও মাকে জিজ্ঞাসা করলো -"কিন্তু মা আমরা তো খুব গরিব , বাবা নেই , তুমি কত কষ্ট করে আমার পড়াশোনা থেকে শুরু করে সবকিছু চালিয়ে যাচ্ছ; কি করে হবে! সে যে অনেক টাকার প্রয়োজন !" মা বললেন -" ও তুমি ভেবো না , আমি যে করেই হোক চালিয়ে যাবো - তুমি শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করে যাও "।

দিন যায় -মায়ের ছত্রছায়ায় ধীরে ধীরে অর্ণা বড়ো হয়ে উঠে। কিন্তু এত টাকা কোথা থেকে আসবে? মা তো কত কষ্ট করে লোকের বাড়ি কাজ করে তার পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছে। তাই অর্ণা ঠিক করে ও টিউশন পড়াবে আর ঐ টাকা থেকেই বাকি খরচ মেটাবে। তাকে পাখির মতো উড়তে হবেই; তার ও মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে।

দিন গড়িয়ে বছর যায় ; এলো সেই কাঙ্খিত দিন | বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে ওর মা বললেন-"দেখ মা, এইবার তুই পাখির মতো আকাশে উড়বি। মানুষ তো ডানা পায়নি, তবে উড়োজাহাজ পেয়েছে।"

অর্ণা বলে-"যে আমার ইচ্ছেডানাকে মেলে দেয়ার জন্য আমাকে পাখি তৈরী করেছে; তাঁকেও আমি নিজের সঙ্গে করে উড়ে যাব ওই দূর নীলিমায় ।"

আমাদের সমাজে এরকম অনেক অর্ণা আছে - যারা জীবনের নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও নিজেদের লক্ষ্যপূরণের দিকে এগিয়ে যায়; মেলে দেয় তাদের ইচ্ছেডানা| "ইচ্ছেডানা" শব্দটি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত একটি সংমিশ্রণ শব্দ যা প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির তাৎপর্য হলো স্বপ্ন, ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন এবং মুক্তির প্রতীক।অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা, স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সুপরিকল্পিত পথে এগিয়ে যেতে হবে|

ইচ্ছেডানা আমাদের স্বপ্নকে পূরণ করার সেই শক্তি, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে সফল হতে সাহায্য করে | এটি স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা,এবং সীমাহীন সম্ভাবনার ধারণাকে প্রতিনিধিত্ব করে।আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইচ্ছাশক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ ছিল অসহায়; সেই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য জীব থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ করার উত্তরণে; হাতিয়ার ছিল তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি।হিংস্র পশুর হাত থেকে বাঁচার তীব্র বাসনা থেকেই মানুষ আবিষ্কার করেছিল আগুন;তারপর ক্রমবর্ধমান উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার তীব্র ইচ্ছাশক্তির নেশা মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে -এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে গিয়ে বসবাস করার প্রচেষ্টা চলছে ; পাহাড় চূড়া থেকে সমুদ্র তলদেশ পর্যন্ত বিচরণ করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা- সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রে প্রতিটি আবিষ্কারের শিক্ষা- সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রে প্রতিটি

আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে ইচ্ছাশক্তি। নদী-সমুদ্রের উপর ভেসে থাকার ইচ্ছা থেকে মানুষ তৈরি করেছিল নৌকা, জাহাজ; আকাশে ওড়ার বাসনা থেকে তৈরি করেছে উড়োজাহাজ; রোগ থেকে বাঁচার বাসনা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ঔষধ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। ইচ্ছা শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ অধ্যবসায়ে হয়েছে মনোযোগী; পেয়েছে চিত্তের একাগ্রতা, যা মানুষকে তার সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

এ ছাড়াও আধ্যাত্মিক জগতে ইচ্ছাশক্তি যে কতটুকু সুদূরপ্রসারী-তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থে ও মহাপুরুষদের জীবনী থেকে জানতে পারি| "তুমি অনন্ত এবং সব শক্তি তোমার ভিতরে আছে, তুমি সব কিছুই করতে পারো..... মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যে প্রথম থেকেই আছে"-আমাদের বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কথা ; আর শুধু কথা বলেই তিনি থেমে থাকেননি-এই ইচ্ছাশক্তিকে সম্বল করেই কপর্দকশূন্য ত্যাগী সন্ন্যাসী পাড়ি দিয়েছিলেন সাগর পারে ; ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে|

বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুসারে ইচ্ছেডানার তাৎপর্য হলো-

1. স্বাধীনতা ও মুক্তি: এটি মানসিক বা শারীরিক স্বাধীনতার প্রতীক।

2.স্বপ্নপূরণ: এটি মানুষের স্বপ্ন এবং অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার পূরণ হওয়ার ধারণাকে প্রতিফলিত করে।

3. সৃজনশীলতা ও কল্পনা: "ইচ্ছেডানা" সৃজনশীলতা এবং কল্পনার মূর্ত প্রতীক।

4. মোটিভেশন ও প্রেরণা: এটি মানুষের মধ্যে নেতিবাচক চিন্তা দূর করে ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে আসে; এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব জাগিয়ে তোলে- গড়ে তোলে মানবিক মূল্যবোধ;ফলস্বরূপে নিজের,পরিবারের তথা সমাজের কল্যাণকারী হয়ে উঠে| ইচ্ছেডানা আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন-"একটি লক্ষ্য ঠিক করো,সেই লক্ষ্যকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলো, সেটাই চিন্তা করো, স্বপ্ন দেখো; তোমার মস্তিষ্ক-পেশী-রক্তনালি পুরো শরীরে সেই লক্ষ্যকে ছড়িয়ে দাও, আর বাকি সবকিছু ভুলে যাও; এটাই সাফল্যের পথ"|

তাই ইচ্ছেডানার বিকাশ অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা, স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষাকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য কিছু অতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো হলো-

1. **নিজের ইচ্ছা ও লক্ষ্যের পরিষ্কার ধারণা**
2. **নিজের ক্ষমতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা**
3. **ছোট ছোট লক্ষ্য স্থাপন করা**
4. **শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা**
5. ** সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা**
6. **মেন্টর বা গাইডের সহায়তা নেওয়া**
7. **পরিশ্রম ও অধ্যবসায়**
8. **স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখা**
9. **ইতিবাচক পরিবেশে থাকা**

ছোট্ট একটি উপকথা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক|একটি ঈগল একবার বনমুরগীর বাসায় ডিম পেড়ে রেখে গেল। বনমুরগী ডিমে তা দিল। একদিন ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলো। ঈগলের বাচ্চাটি বনমুরগীর বাচ্চার মতোই পালিত হতে লাগল। তার স্বভাবও হয়ে উঠল বনমুরগীর মত। একদিন সে দেখল আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে ঈগল। সে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করল,-"এটা কি?" বনমুরগীরা উত্তর দিল-"ওটা ঈগল। অসাধারন পাখি। তুমি ওর মত দেখতে হলেও তুমি বনমুরগী হয়ে গেছো। ওর মত কখনো হতে পারবে না।" ঈগলের বাচ্চা এই কথা বিশ্বাস করে কোন দিন উড়ার চেষ্টাও করল না। এভাবেই সে কাটিয়ে দিল তার পুরোটা জীবন। একসময় তার মৃত্যু হল। সে জানতেও পারল না তার জন্ম হয়েছিলো আকাশের উঁচুতে উড়ার জন্য!

আমরা অধিকাংশ মানুষই এরকম। অসীম ক্ষমতা নিয়ে জন্মাই; কিন্তু বেশীরভাগই তা কাজে লাগাতে পারি না। অন্যভাবে বলা যায় আমরা সেই চেষ্টাই করি না।

ইচ্ছাডানা আমাদেরকে জীবনের উন্নত শিখরে নিয়ে যেতে পারে। স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া এবং কঠোর পরিশ্রম; জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আরও সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে ।

মুক্ত বিহঙ্গ উন্মুক্ত আকাশে
মেলে দিয়ে ইচ্ছে ডানা
উড়ে যায় বন্ধনহীন পথে;

রুপোলি জ্যোৎস্না মেখে গায়ে,
সুললিত সুর মূর্ছনার আবেশে
ভাসবো আজি আকাশের বুকে|

নীল নীলাভ মেঘের ভেলায়-
রামধনুরই রংজোছনায়;
দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক
আমারি ইচ্ছেডানা|

"স্বপ্ন সেটা নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।" - ড: এ.পি.জে.আব্দুল কালাম

মধুমিতা দত্ত

গৌহাটি , আসাম

The Child in Us (অন্তরের ডাক)

:- পাপিয়া দাস

একটা বিশাল বড় সবুজ মাঠ - যার শেষ চোখে পড়েনা । নরম রোদে শিশিরভেজা মেঠো পথ দিয়ে আমি মা - বাবার সঙ্গে পিসীর বাড়ি যাচ্ছিলাম । বাবা বলছেন , ''দ্যাখ বাবু ! কত রকমের পাখি আর প্রজাপতি এখানে , যা তুই কলকাতার ইট কাঠ পাথরে পাবিনা ।'' মাঠঘাট গ্রাম পেরিয়ে দিক্‌চক্রবালের দিকে আমি হেঁটে যাচ্ছি । ''তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে - আমি যাই চলে আনন্দে'' হঠাৎ mobile বেজে উঠল আর ঘুম ভেঙে গেল আমার - বুঝলাম আমি স্বপ্ন দেখছিলাম । স্বপ্নই তো আমাদের মনের আয়না । মা বাবা পিসী কেউই তো এখন ইহলোকে নেই কিন্তু অন্তরের গভীরে রয়ে গেছেন চিরকাল ।

মাটির কাছাকাছি থাকা আসলে আমার খুব পছন্দ , ছেলেবেলা হল এমন এক আশ্চর্য ভালোবাসার ঠিকানা যেখানে মা ও বাবা পরম যত্নে আমায় আলোর পথ দেখিয়েছিলেন।

সকালে মায়ের কণ্ঠে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে গায়ত্রী মন্ত্র , নবগ্রহস্তোত্র আজও আমার কানে বাজে - মনের ভিতরে এক অদ্ভুত প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে । টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ , পাড়ায় পাড়ায় বাঁদরখেলা , চৌবাচ্চাতে কাগজের নৌকো ভাসানো , বাবার কাছে Algebra র হাতেখড়ি , ফলসা গাছ , জামরুল গাছ , শীল কুড়ানো - আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই ।

ছেলেবেলায় সবকিছুতেই ছিল আনন্দস্পন্দন । কিন্তু এখন তো মানুষের জীবন কর্মব্যস্ত অস্থির ও কৃত্রিম । আন্তরিকতার অভাব চারদিকে । আমার এখন ক্লান্ত ডানা , তাতে কি ? এই তো সেদিন - যেদিন প্রথম বৃষ্টি হল প্রচন্ড দাবদাহের পর - দু'হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে তুমুল ভিজলাম বৃষ্টিতে - কি ভালো যে লাগলো !

ছেলেবেলা আমাকে প্রায়ই বলে - '' ওরে তোর জন্য এক আকাশ সুখ এনেছি - যেখানে কোনও কষ্ট নেই , ব্যথা নেই - শুধু চরম শান্তি ।''

আমি গেয়ে উঠি '' ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কেরে ।
সে যে আকাশপানে হাত পেতেছে ,
তারে আজ নামায় কেরে ।
ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে ।''

ইচ্ছেডানা

জয়িতা দত্ত

কলকাতা

-

ইচ্ছেগুলো বুঝি অবকাশ চায় হাঁপিয়ে উঠেছে যেন,
ভাবনার পালে দড়ি পরিয়ে তাকে আটকে রাখি এহেন।
পাখিরা ডানায় দেশান্তরী, দেশ-কাল সীমানার আগে।
পরিযায়ী হতে পারব কখনো ভাবতেই শিহরণ জাগে।
ফুলের বাগানে ঘুরি আর ভাবি কি আনন্দে ওরা আহ্!
আমাদেরই শুধু নিয়মের জালে বেঁধে ফেলা হলো যাঃ।
পাহাড় বেড়াতে গিয়ে ভাবি একটা পাহাড় কিনলে হতো!
ইচ্ছে মতো মেঘ কুয়াশার মাঝে ভেসে বেড়ানো যেতো।
পারাবার রাশি হাতছানি দিয়ে ডাকে আর বলে আয়,
একাই যাব সাঁতরে দূরে, এ জনমে কী আর হবে হায়!
পারতাম যদি ভেসে বেড়াতাম মেঘের মতো আকাশে।
চাঁদের আলো ছুঁয়ে যেত, জোনাকি তখন ফ্যাকাশে।
খুব সাধ যায় হেমন্তের ছায়, করি ভোরের কুয়াশা স্নান।
কবিতা এসে ছুঁয়ে যাক ঠোঁট, জেগে উঠুক এ মন প্রাণ।
ভোরের অরুণ আলো ধুয়ে দিয়ে যাক সকল অন্ধকার!
সুন্দর হোক আগামীর দিন,সত্যের হোক জয়জয়কার।
ভাবনার ঘুড়ি পাড়ি দেয়, সুদূর আকাশে একা গাঙচিল।
কে জানে কখন সুতোয় পরে টান, জীবন হঠাৎ বাতিল!
একঝাঁক ইচ্ছে সময়ের সাথে মেলে ধরুক তাদের ডানা।
যদি আসে সুযোগ, উড়ে যাবে ঠিক। শুনবে না যে মানা!

ধাঁধা

পার্নবী বিষ্ণু

১. তিন অক্ষরের একটি শব্দ যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে একটি খাবারের নাম হয়, দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে একটি বাজনা হয় এবং শেষের অক্ষর বাদ দিলে পোকার নাম হয় । তাহলে শব্দটা কী?

২. একই প্রশ্ন কিন্তু সবাই আলাদা আলাদা উত্তর দেয়। অথচ সবার উত্তরই ঠিক । প্রশ্নটা কী ?

৩. কোন বলের কন আকার হয় না?

৪. কে ১০ কেজি লোহা তুলতে পারে কিন্তু ১ কেজি তুলো তুলতে পারে না?

৫. কোন জিনিস খোলা চোখে দেখা যায় না?

৬. ব্রেকফাস্ট খাবার সময় আপনি কী কী খেতে পারবেন না?

৭. জল নয়, বৃষ্টিও নয়, কিন্তু ভিজে সারা বাড়িঘর এমনকি ডুবল পাহাড়ের চূড়া।

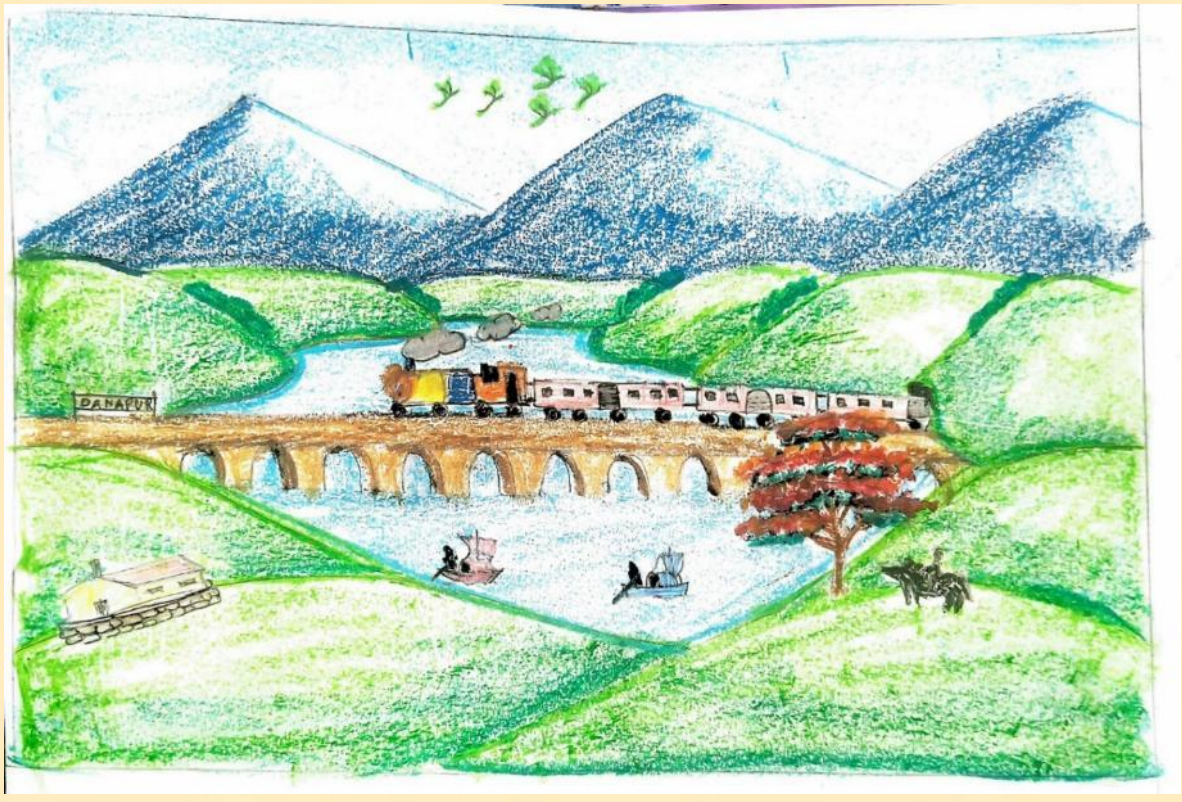

Adventure in the wilderness of Dooars

Aradhana Ghosh

Last winter we planned to visit the jungles of the North Bengal. When we started from Howrah, little did we know that we were embarking on a journey filled with adventure, thrill, and unforgettable moments. We stayed at a bungalow amidst the forest, with a small stream running beside it. When I tried to listen to K-pop music, my papa stopped and asked me to listen to the music of the forest. I did not know that the sound of the forest changes every hour. The mornings were filled with bird calls. During the day, we could hear the monkeys chattering while swinging around the bungalow. At night, we listened to the herds of rhinos, elephants, and wild boars crossing the stream, splashing and playing in the water. During the day, monkeys were our constant visitors, whereas at night herds of bison came near the fence of the bungalow. We could see their eyes glowing in the dark forest. Though it was thrilling, I was a bit scared too.

There was a huge salt pit behind the bungalow. One night we saw two rhinos competing for treasured salt there. Both fought like warriors until one of them emerged as the alpha. The next morning at dawn we went deep in the forest on an elephant safari and quite unexpectedly met one of the warriors crossing our path. Blood from the huge gash on its back was still oozing out. Though it was in pain, still it roamed the forest like a king.

Before this trip, I had no idea about the beauty of a forest. The trees were laden with nests of different birds, hornbills, and peacocks calling for their mates, herds of Sambar racing against our jeep, and the entire forest was decked out in colorful wildflowers. It was a treat to the eyes. When we returned home, though, I missed the forest, but I was happy that I made memories that would last a lifetime.

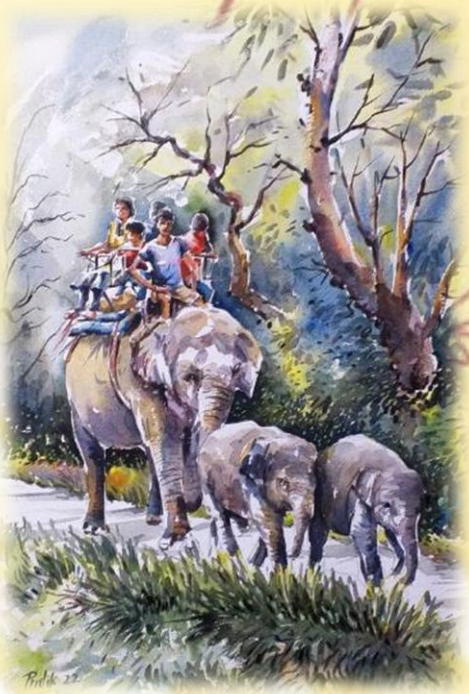

Aradhana Ghosh

The Mutinous Soul

Dr Pinky Sarma

Assistant Professor

Call me a damsel

And I might drag you into hell.

Call me a demon,

And you definitely know how it feels to be in the heaven.

Your definition of 'Me' is a mere reflection of how you see.

But I, germinate, evolve and grow like a complex embryo

Travelling the fallopian tube of myriad experiences you put me through.

I am not in a post partum period, pained and scarred.

Nor I am a vulnerable foetus, easy to be marred.

Try to mould, twist, bend or break me....

You will certainly watch me rise like the mystical Phoenix...

Blazing, roaring, smashing the stereotypical fix.

I am more than a woman, a womb, and a creator of life.

I am more than a daughter, sister, mother and a wife.

I am neither a figment of your imagination, nor a residue of your mindless hesitation.

Your lust may devour every single filament of my gruelling body; but my Soul shall drive me to a revolutionary mutiny.

My Durgapuja Memories..A Nostalgia.

The very word Sharodutsav, which means autumn festival, fills our mind with happy vibes.Sharodutsav popularly known as Durga Puja is observed in the month of Ashwin with immense fervour and enthusiasm not only across India but throughout the world.Durga Puja is more than a religious celebration. It is a cultural occasion that promotes harmony joy and a belief that God will eventually win over evil. I am born and brought up outside Bengal but still Sharodutsav always holds a very special place in my life.With the onset of autumn, the nature also gets decked up to welcome devi Durga. There was a shiuli tree in our backyard which used to get covered with lovely white flowers that

bloomed during autumn. My father was always an active member of the Puja committee. Puja preparations used to start months before the five day carnival. Meetings, collection of puja subscriptions advertisements, rehearsals for cultural programs, etc etc.was a part and parcel of the pre puja excitement.

My first introduction to the Bengali culture was through this Durga Puja celebration. All renowned singers from Bengal starting from Hemanta Mukherjee, Manna dey,Arati Mukherjee, Shombu Mitra's plays, Mamta Shankar's dance drama and many more were a part of the cultural programmes held during Durga Puja. Moreover on all the five days hit Bengali films were also screened.Inspite of having school exams every year during Durgapuja nothing stopped us from being in a festive mood. Let me share a funny incident the

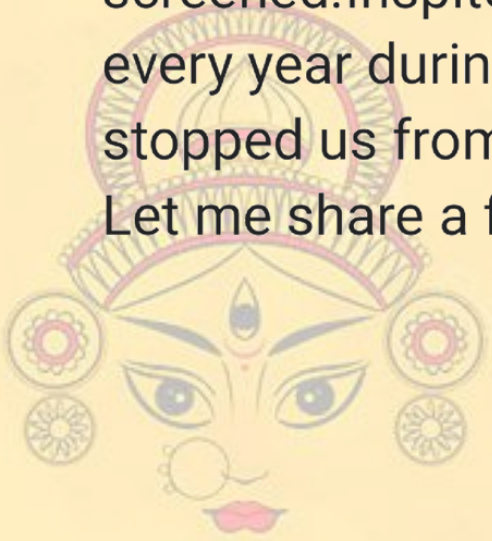

happened during Sharodutsav in Pune.
It was the Ashtami evening and Manna dey's musical night was the evening's attraction. I was a college going teenager. We were a big gang of friends and to enjoy the evening programs together few of us used to come early and block a row of seats keeping newspapers, handkerchiefs, purses on the seats.That day was no exception.Crowd was pouring in.An elderly uncle and aunt came and wanted to sit on the seats we had reserved for our friends and we had to argue a lot to convince them to sit elsewhere. Coincidentally they went and sat just next to my mother and her friends. Out of excitement the uncle started telling my mother as to how the young generation is losing its values,not giving due respect to elders and addressed me as the gang leader.Little knowing about whom he was speaking,my mother agreed

to what he said . After sometime I got up and came to my mother to give her some snacks and as I called out" Maa " that uncle gave a bewildered look and told by mother that I was that gang leader about whom he was speaking.My mother was totally confused and embarrassed.Later that night, I got a big scolding from my mother and I realised my mistake.
But still both of us could not stop ourselves from laughing heartily over the evening's episode of coincidences.

Written by Paushali Nagchowdhury.

ছড়া ছবি

শ্রুতিমঞ্জরীর ছাত্র ছাত্রীদের বানানো ছবি। তারা কবিতা নির্মাণের সময় কী ভাবে একটি কবিতাকে দেখে , ভাবে এবং তৈরী করে তার কিছু ঝলক -

কবিতাকে নিজের মত করে যারা এঁকেছে –

আরাধনা ঘোষ, অহনা সরকার, দৃশিক মজুমদার , শ্রেয়াংশ ঘোষ, সোমদত্তা মুখার্জী, সূর্যাদিতা সরকার, আদিদেব মাইতি, ঐশানী চক্রবর্তী , অর্করাজ দাস, ঋতম মন্ডল, সিদ্ধিইরাজ দাস, গৌরিশা ঘোষ, আরায়না মুখার্জী, আত্রেয় উপাধ্যায়, অভিজ্ঞান রায়, ত্বাদৃশি মুখার্জী, রিশান বিশ্বাস, শৃনিকা কুন্ডু, সমদর্শী চক্রবর্তী, এবং সাথে দার্জিলিঙের ছোট বন্ধুরা ।

অহনা সরকার

Drishik Majumdar

Shreyansh Ghosh

Somdutta Mukherjee

Suryadita Sarkar

Suryadita Sarkar

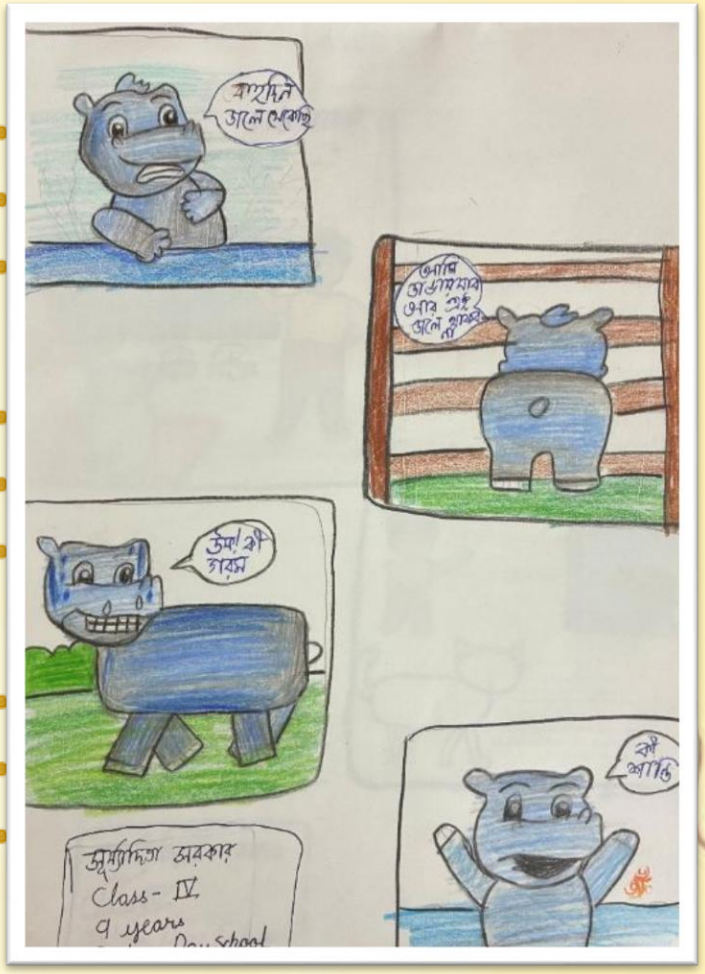

Suryadita Sarkar

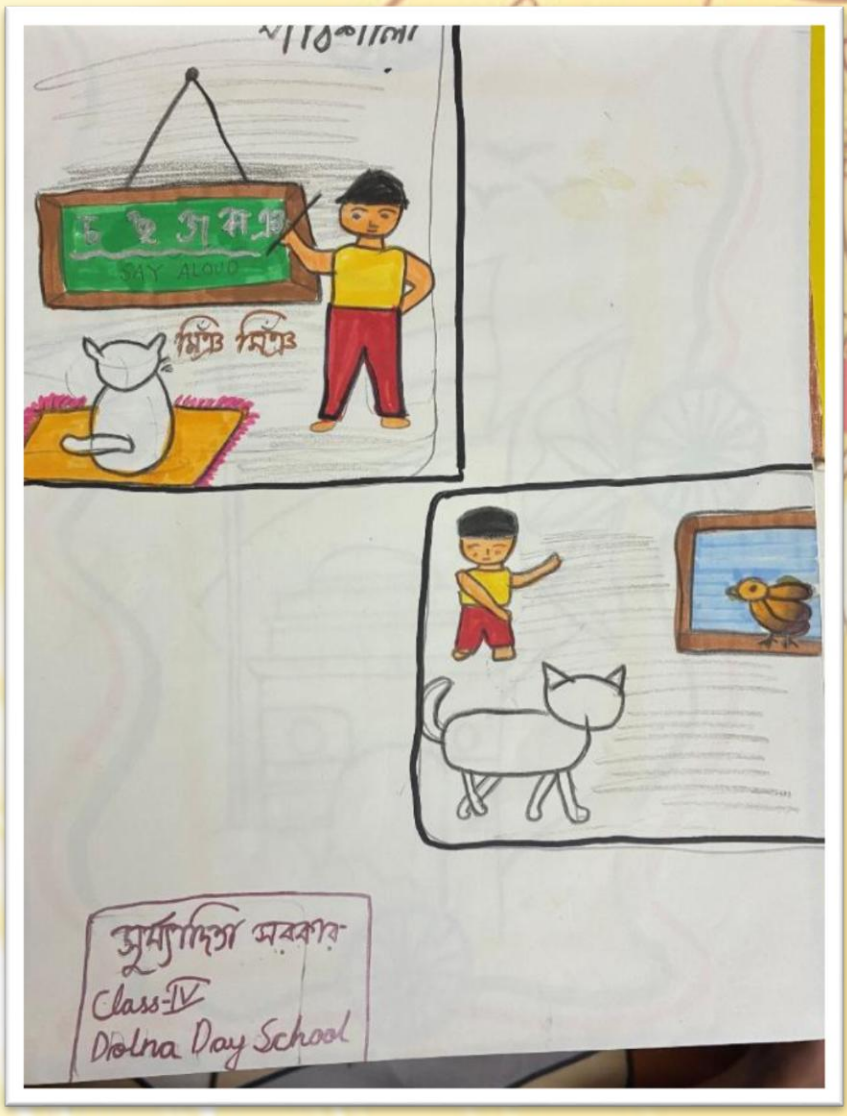

Suryadita Sarkar

Adidev Maity

Aishani Chakraborty

Arkoraj Das (USA)

Ritam Mondol

Suryadita Sarkar

Suryadita Sarkar

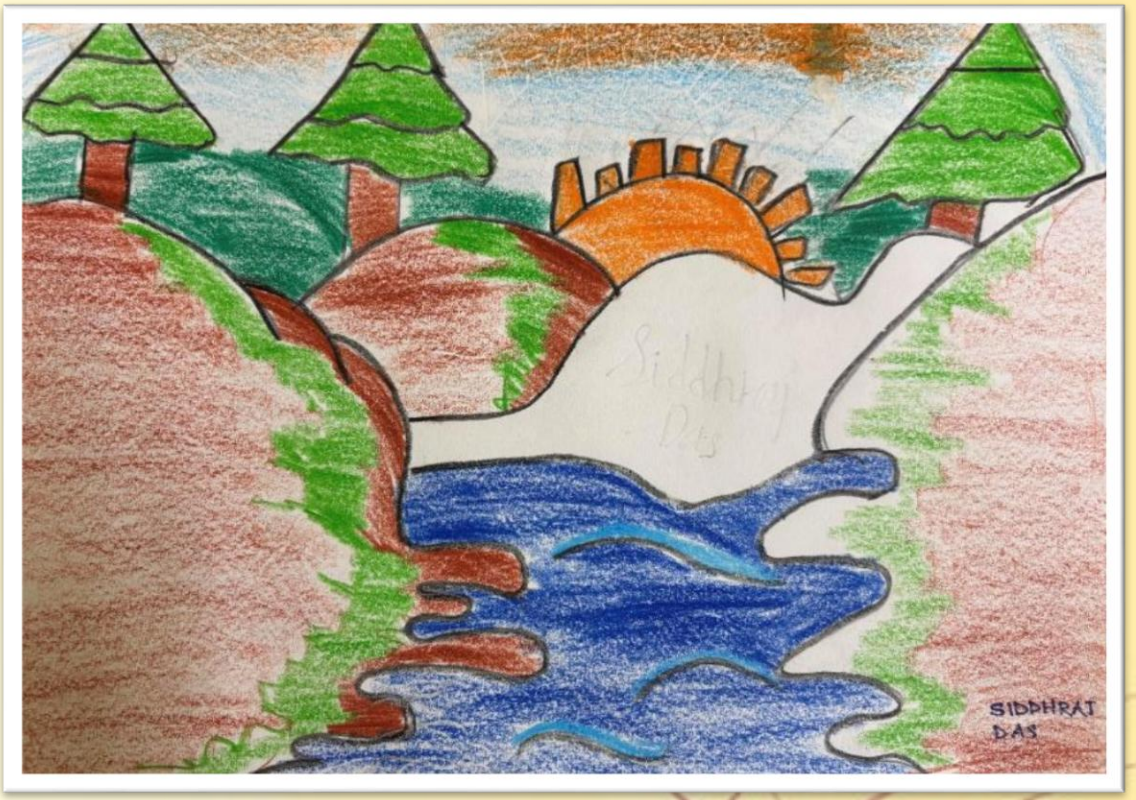

Siddharaj Das

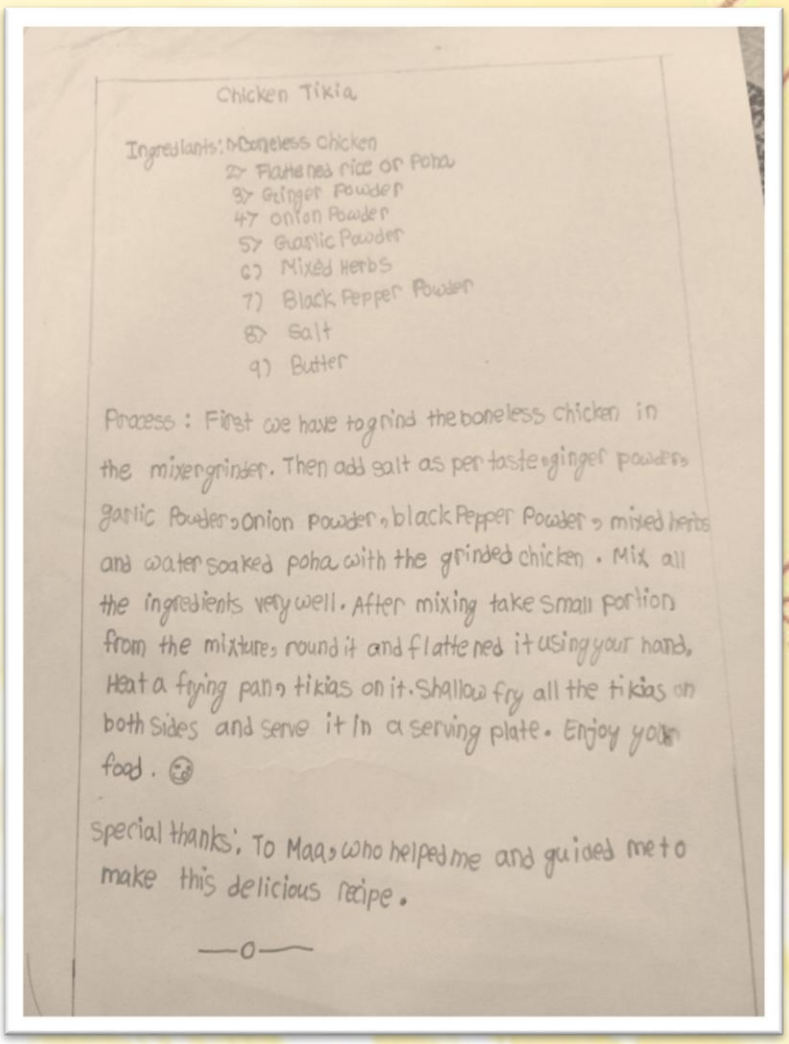

Chicken Tikia

Ingredients: 1) Boneless chicken
2) Flattened rice or poha
3) Ginger Powder
4) onion Powder
5) Garlic Powder
6) Mixed Herbs
7) Black Pepper Powder
8) Salt
9) Butter

Process : First we have to grind the boneless chicken in the mixergrinder. Then add salt as per taste, ginger powder, garlic Powder, onion Powder, black Pepper Powder, mixed herbs and water soaked poha with the grinded chicken. Mix all the ingredients very well. After mixing take small portion from the mixture, round it and flattened it using your hand. Heat a frying pan, tikias on it. Shallow fry all the tikias on both sides and serve it in a serving plate. Enjoy your food.

Special thanks: To Maa, who helped me and guided me to make this delicious recipe.

—o—

Gaurishaa Ghosh
The Chef

Students of Gyankunj – Sittong, Darjeeling
West Bengal

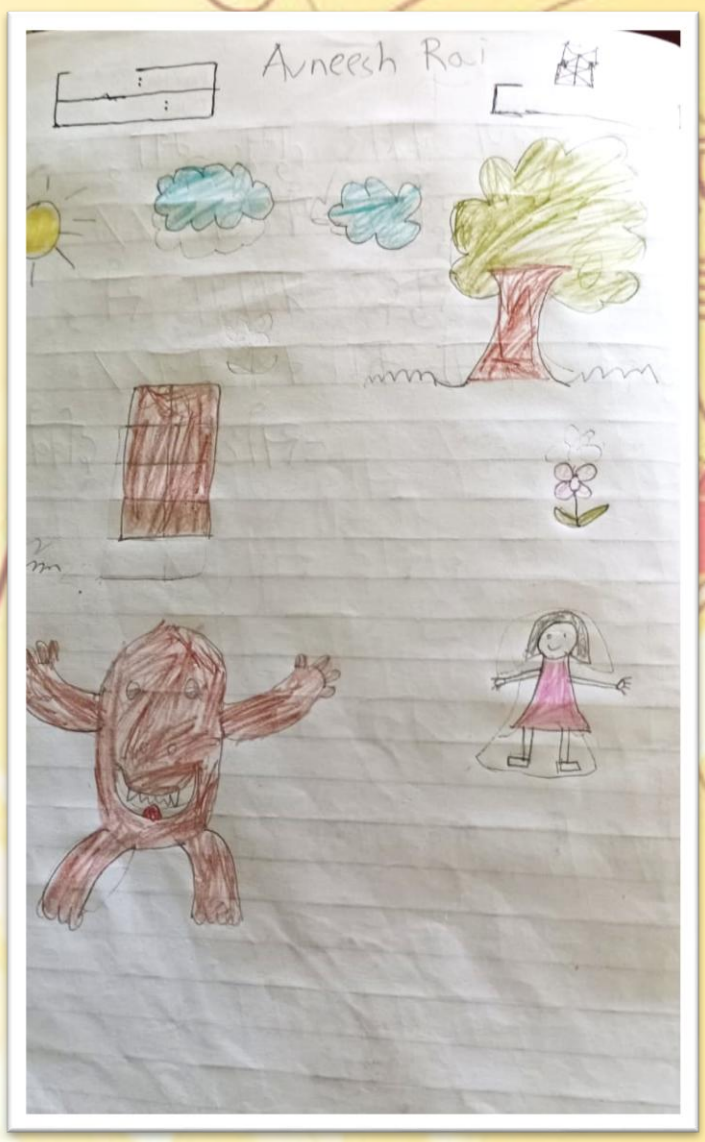

Students of Gyankunj
Sittong
Darjeeling, West Bengal

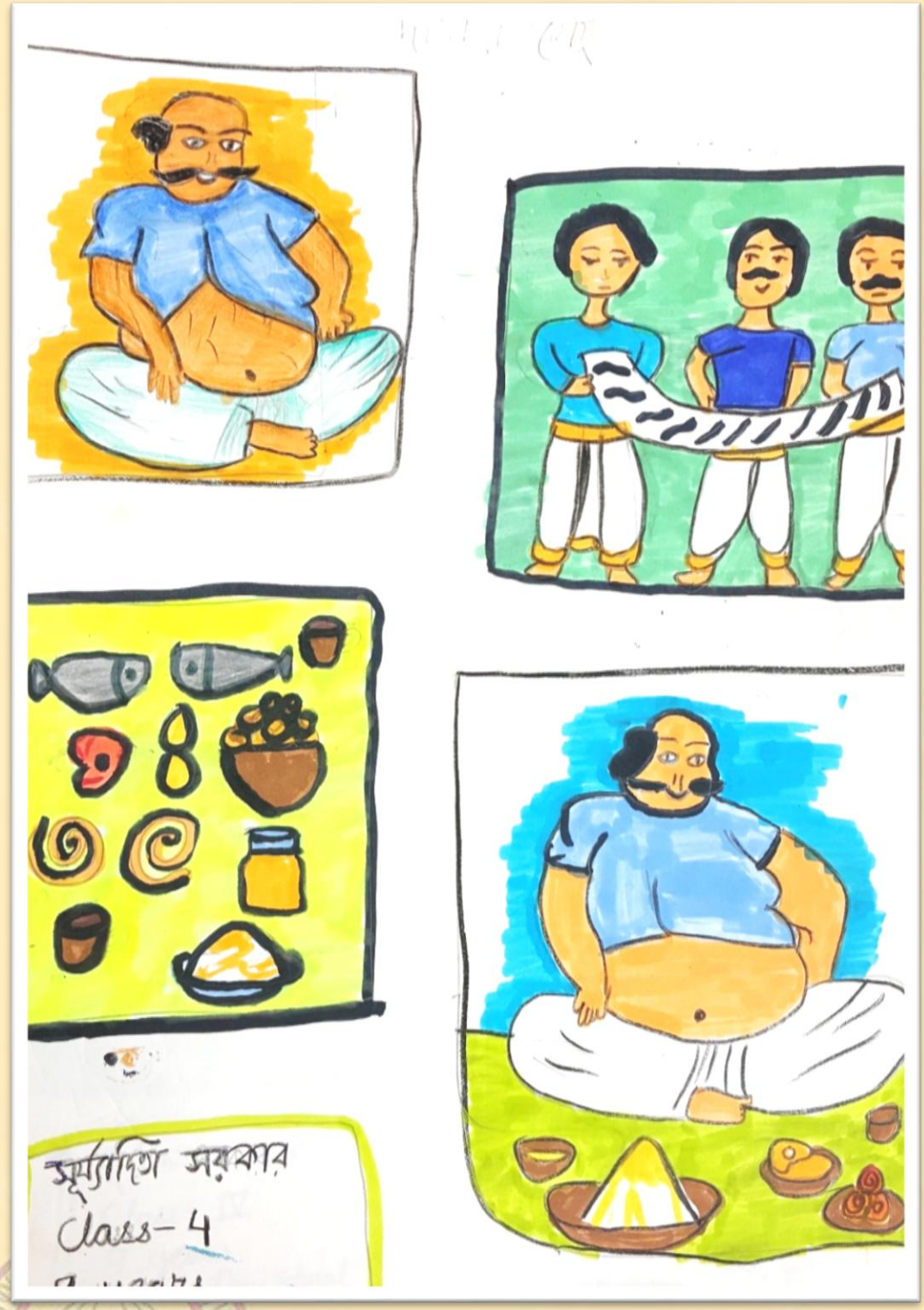

Suryadita Sarkar

Araina Mukherjee

Atreya Upadhyay

Gaurishaa Ghosh

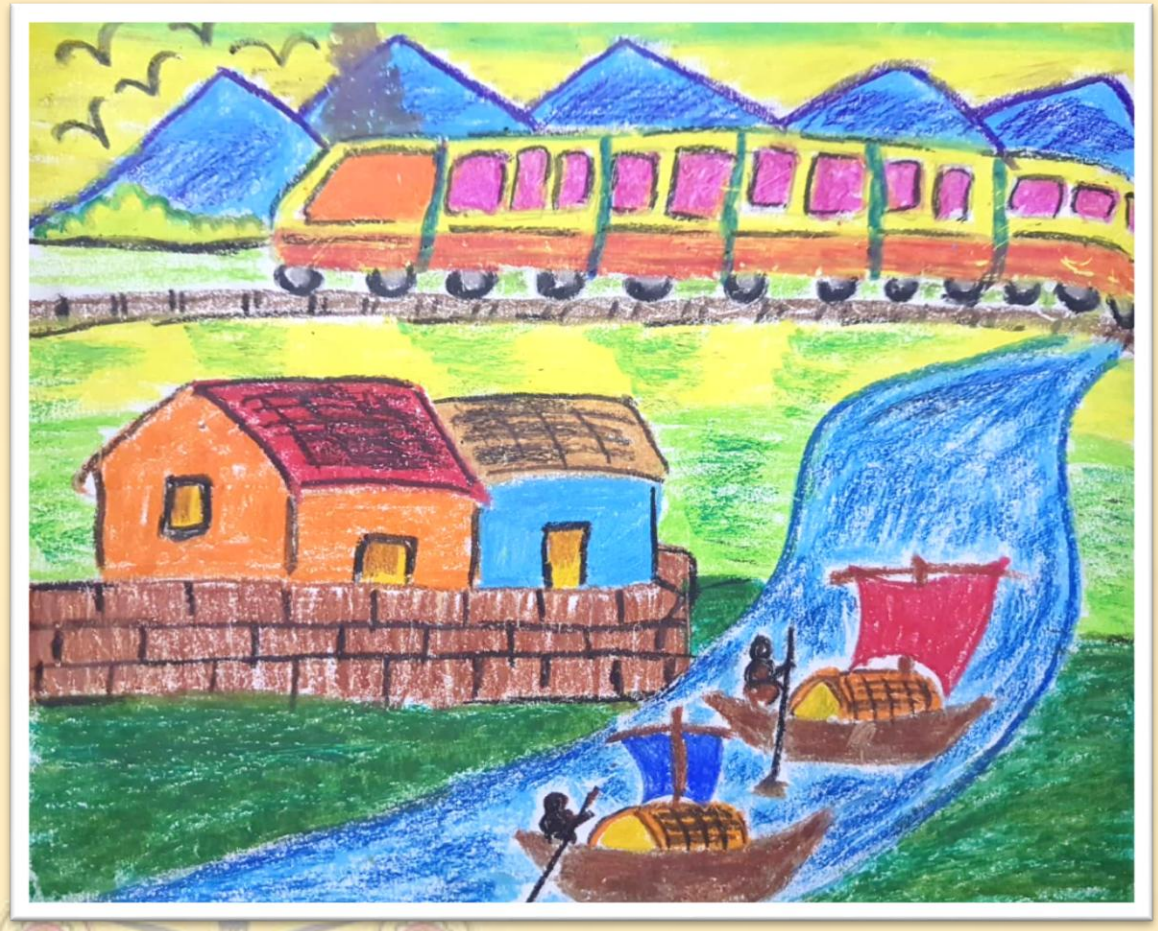

Abhigyan Ray

Twadrishi Mukherjee

Rishaan Biswas

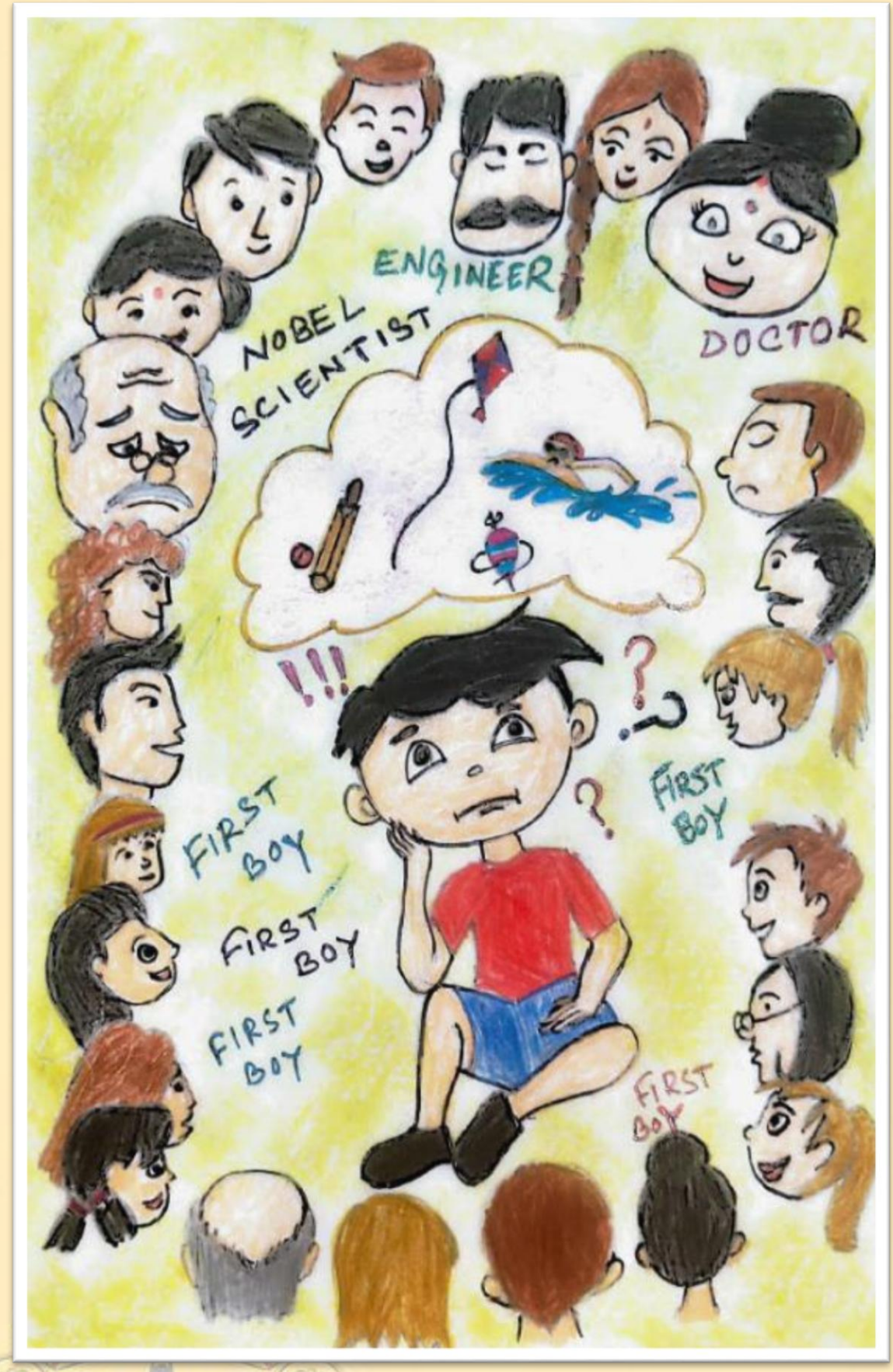

Aradhana Ghosh

Shrinika Kundu

Shrinika Kundu

Samadarshi Chakraborty

Shrinika Kundu

দার্জিলিং এর বন্ধুরা

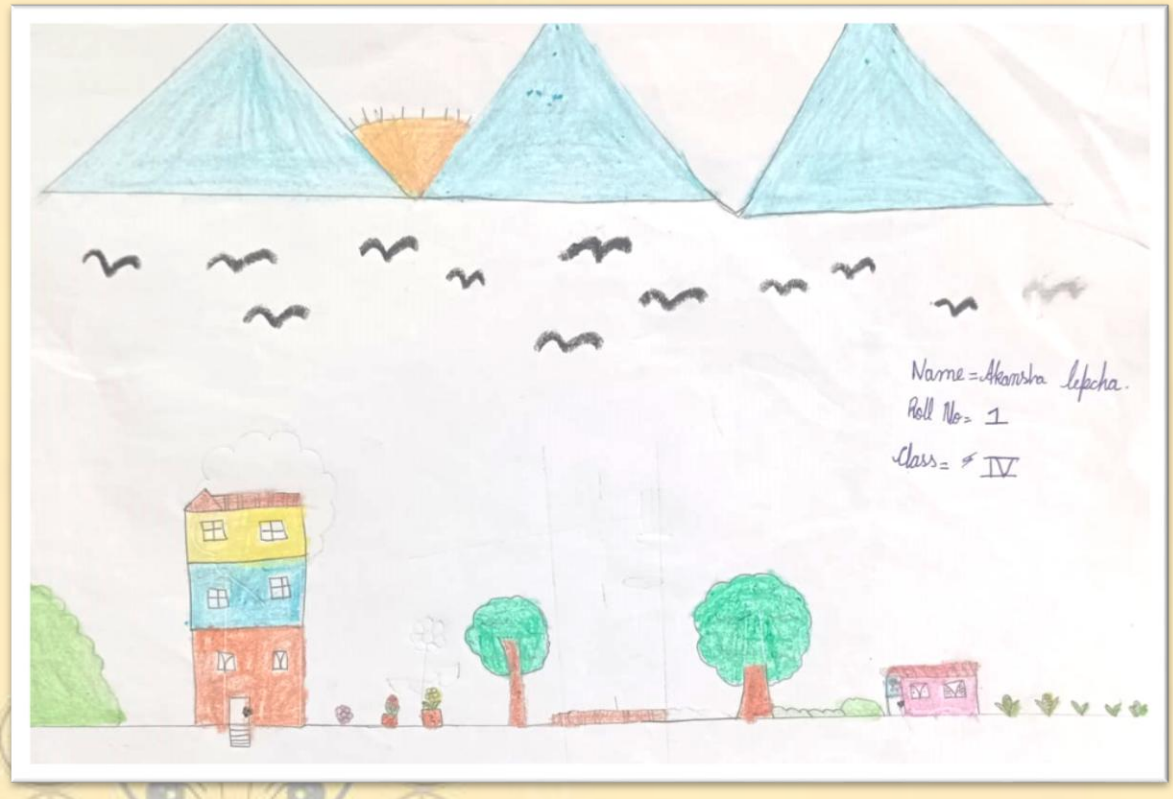

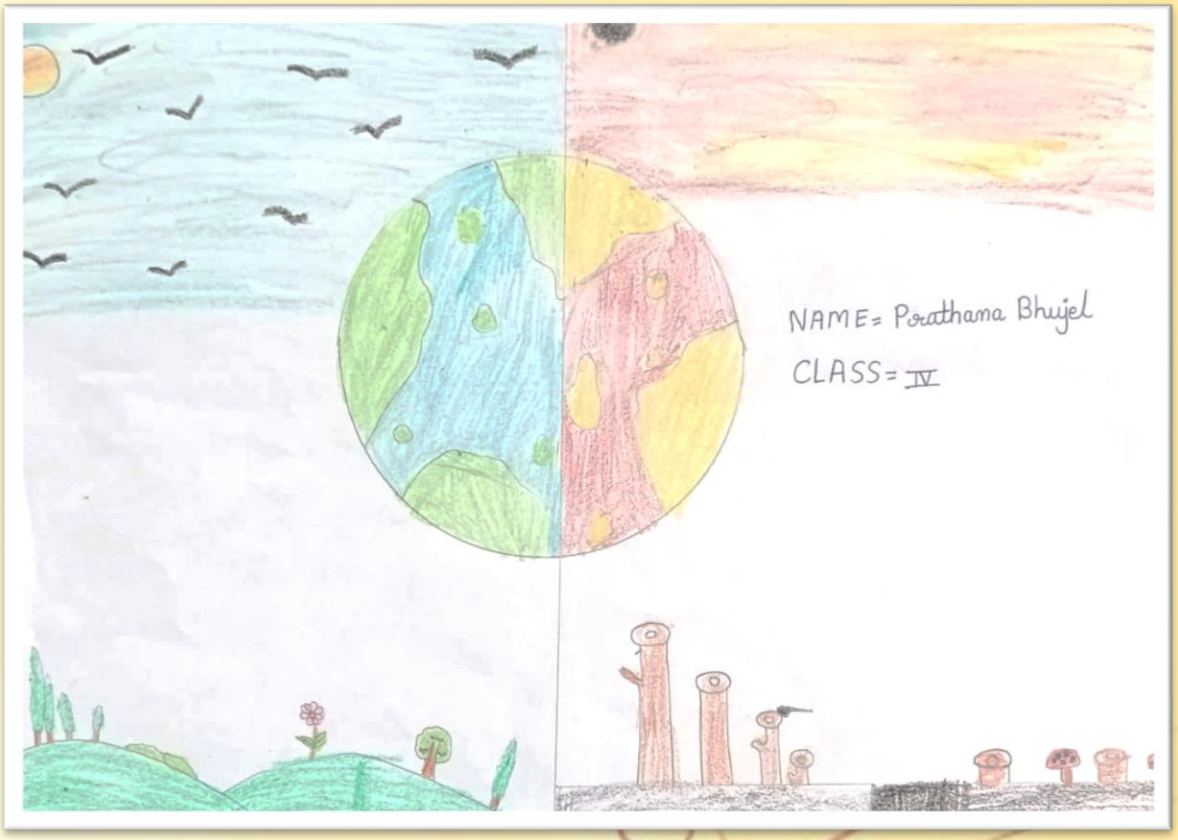

Prathama Bhujel

Aarohi Khawas

অহনা সরকার

শ্রুতিমঞ্জরী
২০২৪ - ২০২৫

সর্বভারতীয়'র আবৃত্তি উৎসব

কথা ও কবিতা
S/1L/58738
(বাচিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)

শ্রুতিমঞ্জরীর নিবেদন
কবিতা কোলাজ
...বাজলো তোমার আলোর বেণু
LIVE
২১ সেপ্টেম্বর রবিবার
সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট
~ অংশগ্রহণে ~
প্রজ্ঞাশ্রী চক্রবর্তী, কল্যাণী জানা, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, স্নেহা মুখার্জী, রিনা ভট্টাচার্য
সঙ্কলন, বিন্যাস, পরিচালনা
মঞ্জরী রায়

Traditional, Artistocratic, Accredited & World Famous
Sarbabharatiya Sangeet -O- Sanskriti Parishad
ORGANISES
7th International Art Exhibition | 2nd European Convocation
With the gracious presence of:
DE MARKTHALLEN, Markt-2, 3540 Herk-de-Stad, BELGIUM
24 TO 26 TH JANUARY 2025

Since 1976
ঐতিহ্য, আভিজাত্য, স্বীকৃত ও বিশ্বখ্যাত
সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ
'সর্বভারতীয়'র বর্ষামঙ্গল
৬ আগস্ট ২০২৫, বুধবার | সৃজনী শিল্পগ্রাম, শান্তিনিকেতন
সম্মেলক আবৃত্তি — শ্রুতি মঞ্জরী , মুম্বাই ~ পরিচালনা : মঞ্জরী রায়

SARBABHARATIYA SANGEET -O- SANSKRITI PARISHAD
ESTD - 1976

50
We are Proud to announce that 16 of our students (from 5 to 65 yrs) participated and secured their Prestigious places in Online Bengali Recitation Competition 2024 by Sarbabharatiya Sangeet O Sanskriti Prishad
Heartiest Congratulations to each one of you.
Manjari Ray
Founder, Director, Mentor
Contact - +91 9167255744
www.shrutimanjari.com
You'll never do a whole lot unless you're brave enough to try
Heartiest Congratulations !!!
Contact us : www.shrutimanjari.com
Follow us:

সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ
মানপত্র
DISTRICTWISE ONLINE CULTURAL COMPETITION 2024
Abritti Gurushree
Manjari Ray
DISTRICT - SOUTH 24 PGS
DISTRICTWISE ONLINE CULTURAL COMPETITION 2024
Abritti Gurushree
Manjary Ray
DISTRICT - HOWRAH
DISTRICTWISE ONLINE CULTURAL COMPETITION 2024
Abritti Gurushree
Manjari Ray
DISTRICT - KOLKATA

50
We are Proud to announce that 27 of our students (from 5 to 65 yrs) participated and secured their Prestigious places in Online Bengali Recitation Competition 2025 by Sarbabharatiya Sangeet O Sanskriti Prishad
Heartiest Congratulations to each one of you.
Manjari Ray
Founder, Director, Mentor
www.shrutimanjari.com
You'll never do a whole lot unless you're brave enough to try
Heartiest Congratulations !!!
From Manjari
Contact us www.shrutimanjari.com
Follow us: